প্রহেলিকা-সিরিজ—১৩ নং

মিঃ গজু-ডিটেকটিভ

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৫২

[দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

গশু তার হাত চেপে ধরে বললে, "চোর !— [পৃঃ—৩৮

মিঃ গগ—ডিটেকটিভ

এক

নবীনবাবুর বাড়ীতে মহা হটুগোল। মাঝে-মাঝে কান্নার কলরোল।

নবীনবাবুর ছেলেটি কাল দুপুর থেকে নিরুদ্দেশ। ছেলের বয়স পনের বছর।

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। ভয়ানক ভীড় হবে। সকাল-সকাল না গেলে সীট পাওয়া যাবে না বলে দুপুর বেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে চঞ্চল বেরিয়ে গিয়েছিল মাঠে যাবার জন্য। রাত হয়ে গেল, তবু ফেরে না দেখে সব সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নবীনবাবু গিয়েছিলেন থানায়।

থানার দারোগাবাবু দেখা গেল ভারী তিরিক্ষি মেজাজের লোক। নবীনবাবু যেতেই রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাই?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নবীনবাবু বললেন, "আমার ছেলে হারিয়েছে।"

দারোগাবাবু বললেন, "মাথা কিনেছে! লাগাও এখন রাত দুপুরে হাঙ্গামা!"

খাতা-পেনসিল টেনে নিয়ে তিনি প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, "কতবড় ছেলে?"

"পনের বছর চলছে।"

পেনসিল ফেলে দিয়ে দারোগাবাবু বললেন, "পনের বছরের ছেলে। পাগল কি?"

"না। সে পালিয়ে গেছে।"

"তাতে পুলিশের কি? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন গে।"

ভগ্নকণ্ঠে নবীনবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হয়—"

"সন্দেহ? কাকে সন্দেহ?"

"বিশেষ করে কাউকে নয়, তবে মনে হয় যদি কোন accident-এ কিছু না হয়ে থাকে, তবে বোধহয় কেউ তাকে চুরী করে নিয়ে গেছে।"

হো হো করে হেসে দারোগাবাবু বললেন, "পনের বছরের ছেলেকে চুরী! কি জন্যে করবে? যাকৃগে, কাউকে সন্দেহ করেন?"

"আজ্ঞে না।"

"কোন clue পেয়েছেন?"

হতাশ কণ্ঠে নবীনবাবু বললেন, "না।"

দারোগাবাবু বললেন, "তবে আর কি করব। কে চুরী করতে পারে তা বলতে পারেন না, কেন চুরী করবে তার ঠিকানা নেই। কোন clue নেই, চুরী যে করেছে কিনা তাও জানা নেই! মশাই, আমরা পুলিশ। জ্যোতিষী নই। বলুন কি জন্য চুরী করেছে, কে করেছে, আসামী ধরে চালান দিতে পারি। তা যদি না বলতে পারেন, আমরা গুণে বলতে পারি না।"

"তবু একটা তদারক—"

"মশাই তদারক করব কিসের? অযথা দুপুর রাত্রে জ্বালাবেন না। আমরা তো ম্যাজিশিয়ান নই যে ফস্‌ করে টুপীর ভেতর থেকে আপনার ছেলে বের করে দেব? যান, যদি কোন সন্ধান পান, খবর দেবেন।" বলে আর-একজন ছোট দারোগাকে বললেন, "ওহে general ডায়েরীতে একটা entry করে নাও।"

নবীনবাবু ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। ভারী রাগ হল তার। এমনি একটা সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তাঁর, তার খোঁজ-তল্লাসই যদি না নেবে, তবে পুলিশ আছে কি করতে?

তিনি সেখান থেকে গেলেন তার এক পরিচিত পুলিশ-কর্ম্মচারী গৌরীকান্তবাবুর বাড়ী। তার কাছে সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলে কান্নাকাটি করলেন।

গৌরীকান্তবাবু বললেন, "আপনার দারোগা technically

ঠিকই করেছেন। কেননা আপনি এখন কিছুই বলতে পারছেন না যাতে পুলিশ-কেস হয়। তবে অমন rude হবার তাঁর কোন দরকার ছিল না।"

গৌরীকান্তবাবুর পাশে বসে ছিল একটি যুবক। গৌরীকান্তবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি বল হে নির্ম্মল ?"

নির্ম্মল ঘোষ গৌরীকান্তের সঙ্গে এমনি দেখা করতে এসেছিল। সে সমস্ত বিবরণ শুনে সহৃদয়তার সঙ্গে বললে, "তা বটে। আচ্ছা দেখুন, আপনার ছেলে ইস্কুলে পড়ে কি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন ছেলে ? লেখাপড়ায় ভাল ?"

"না মশাই, লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়। তবে যা ভাবছেন তা নয়। বখাটে সে নয়।"

"তার বন্ধুবান্ধবদের কাউকে চেনেন আপনি ?"

"হ্যাঁ, তা চিনি কতক-কতক।"

"তাদের ভেতর কেউ বখাটে-গোছ আছে কি ?"

"একটা ছেলে ছিল, মাণিক নামে। তার সঙ্গে বড়ই বেশী মেশামেশি হয়েছিল। আমি সে জন্য ছেলেকে বকেও ছিলাম।"

"সে কতদিন আগে ?"

"এই মাস ছয়েক হবে। তারপর আর চঞ্চলকে তার সঙ্গে মিশতে দেখিনি।"

তারপর নির্ম্মল তাকে আরও অনেক বিবরণ জিজ্ঞেস করলে। চঞ্চলের বন্ধুদের নাম জেনে নিলে। পরিশেষে সে বললে, "দেখুন, পুলিশকে দিয়ে এতে বিশেষ সাহায্য পাবেন না। আপনার ছেলে বোধহয় চুরী করে নিয়ে যায়নি কেউ। হয়ত কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়ে উধাও হয়েছে! আপনি তার বন্ধুদের ভেতরে খুব ভাল করে অনুসন্ধান করুন। তাদের সাহায্যে সন্ধান পেতে পারেন। আর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। আর খোঁজ-খবর যা পান, তা যদি আমাকে এসে মাঝে-মাঝে জানান, তাহলে হয়ত আমি আপনাকে কিছু পরামর্শও দিতে পারি। এই নিন আমার ঠিকানা।" বলে নির্ম্মল একটা কাগজে তার নাম, ঠিকানা লিখে দিল।

গৌরীকান্তবাবু বললেন, "দেখুন নবীনবাবু, যদিও এ ব্যাপারটা নির্ম্মলের এলাকার মধ্যে নয়, তবু ওর কাছে খবরাখবর দিলে ও আপনাদের খুব বেশী সাহায্য করতে পারবে এ ভরসা করি। এর মত বিচক্ষণ ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী কলকাতায় খুব কমই আছে। আপনি কাল সকাল থেকেই ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ-তল্লাস আরম্ভ করুন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নবীনবাবু সেখান থেকে উঠে ক্লান্ত চরণে তাঁর বাড়ী ফিরে এলেন দ্বিপ্রহর রাত্রে। বাকী রাতটুকু কোনরকমে কাটিয়ে দিয়ে সকাল বেলায় বৈঠকখানায় বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

গৌরীকান্ত বা নির্ম্মলের আশ্বাসে তাঁর কিছু ভরসা হল না। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল, "আমার এতবড় বিপদ্‌, সেটা এদের কারু কাছে কিছু নয়!—আর শত-শত কেসের মধ্যে একটি কেস মাত্র! এর ভেতর মাথা গলাতে কেউ রাজী নয়! এক ফোঁটা পরিশ্রম আমার জন্য কেউ করবে না!"

ক্রমে একটি-দুটি করে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসতে আরম্ভ করল। এক-একজন আসেন আর বারে-বারে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

প্রত্যেকেই তাঁর নিজের মনের মত একটা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এক-একজন এক-একটা উপায় বলে পরামর্শ দেন। কেউ বলেন, "অমুক গণৎকার, অভ্রান্ত ভাবে সব বলে দিতে পারে"—বলেই তাঁর গণনা-চাতুরীর নানা পরিচয় প্রকাশ করেন।

কেউ বললেন কোন এক তান্ত্রিকের কথা। একজন বললেন একজন খুব নামজাদা ডিটেকটিভ্‌ কর্ম্মচারীর কথা। এখন পেনসন নিয়ে নাকি প্রাইভেট ডিটেকটিভ্‌ হয়েছেন।

আর একজন এক মেম-সাহেবের কথা বললেন, সে নাকি একটু চোখ বুঁজে থেকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সব প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তর বলে দিতে পারে।

নবীনবাবু উদগ্রীব হয়ে সবার কথা শুনছেন আর এই সব অদ্ভুতকর্ম্মা লোকদের প্রত্যেকের কাছেই যাবার জন্য পর্য্যায়ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছেন। তারপর ক্রমে অনেক আলোচনা ও

বাগ্‌বিতণ্ডার পর একটা প্রোগ্রাম স্থির হল। এক-একজন যাবে এই অদ্ভুতকর্ম্মাদের এক-একজনের কাছে। কেউ সকালে, কেউ বিকেলে, কেউ সন্ধ্যে বেলায়।

সঙ্গে-সঙ্গে নবীনবাবুর মনে হল যে নির্ম্মল ঘোষ যে বলেছে চঞ্চলের বন্ধুদের কাছে সন্ধান নেবার কথা, সে চেষ্টাও করতে হবে।

এই সব আলোচনা করতে-করতে দুপুর পেরিয়ে গেল। নবীনবাবু উঠে তাড়াতাড়ি স্নানাহার করে আবার এসে বৈঠকখানায় বসলেন।

তখন এসেছিলেন তাঁর আর দুটি বন্ধু। তাঁদের কাছে সমস্ত কাহিনীটা আবার পুনরাবৃত্তি করছেন, এমন সময় দোরের কাছে একটি ছিমছাম ফিট্‌ফাট ইংরিজি পোষাকপরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি আসতে পারি?"

তার দাঁড়ি-গোঁফ নির্ম্মূল ভাবে কামানো। মাথার চুল খুব চকচকে করে পালিশ করা। একহাতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ আর একহাতে হ্যাট।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই তাঁর হাতের গোড়ায় যে ভদ্রলোক বিরস বদনে বসেছিল, তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার ছেলে চুরী গেছে, না?"

যাঁকে সম্বোধন করে বলা হল, তিনি বললেন, "না আমার নয়, ওঁর।"

"What a silly blunder! I ought to have

known!" বলেই নবীনবাবুকে বললেন, "কোনও সন্ধান পেয়েছেন আপনার ছেলের?"

নবীনবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "না, কোন সন্ধান পাইনি।"

ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা, আমাকে ভার দিন, আমি আপনার ছেলের সন্ধান করে দিচ্ছি," বলে তিনি একখানি card বের করে নবীনবাবুর হাতে দিলেন। তাতে লেখা আছে—Mr. Gosh, Detective.

দুই

মিঃ গশ্ আসন গ্রহণ করেই বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর নিজের নানা কীর্ত্তি-কাহিনীর কথা।—

কিছুদিন আগে আহিরীটোলার শ্রীমানীদের বাড়ীতে হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই, এমনি একটা ছেলে হারিয়ে গেল। পুলিশ হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল, কেউ কিছু করতে পারলে না। মিঃ গশ্ কেস্‌টা হাতে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটিকে উদ্ধার করলেন। তারপর ঠিক দশদিন আগে রুদ্র কোম্পানীর জুয়েলারী দোকান থেকে ৫০০০৲ টাকার নম্বরী নোট আর একজোড়া ব্রেসলেট উধাও হয়ে গেল। এখানেও পুলিশ-ডিটেকটিভ্ কেউ কিছু করতে পারলে না। মিঃ গশ্ মামলাটা হাতে নিয়ে সাতদিনের মধ্যে নোট উদ্ধার করে দিলেন। দুদিন আগে তাঁকে খবর দিলে ব্রেসলেটও উদ্ধার হত, কিন্তু এই দুদিন বিলম্বের সুযোগ নিয়ে চোরেরা ব্রেসলেট দুটো বোধহয় কোনরকমে ভেঙ্গেচুরে গালিয়ে ফেলেছে।

এমনি আরও তিন-চারটে গল্প বলে মিঃ গশ্ নবীনবাবুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন।

নবীনবাবু সব প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিলেন।

মিঃ গশ্ সব শুনে বললেন, "আপনি যে বলছেন সে একলাই বেরিয়ে গিয়েছিল, এটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কেউ একজন সঙ্গে ছিল। আর খুব সম্ভবতঃ আপনার ছেলের যে সেই বখাটে বন্ধু মাণিক, সেই বোধহয় ছিল। চঞ্চলকে বেরিয়ে যাবার সময় কেউ দেখেছে ?"

"না, পাড়ার সবাইকে তো জিজ্ঞেস করেছি, কেউ দেখেনি।"

"সবাইকে জিজ্ঞেস করেছেন ?" বলে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে রাস্তার ধারে গিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, "আচ্ছা, ওই যে পানওয়ালা, ও বোধহয় আপনার ছেলেকে চেনে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ?"

নবীনবাবু বললেন, "না, ওকে বোধহয় জিজ্ঞেস করা হয়নি।"

মিঃ গশ্ বললেন, "আচ্ছা একবার কাউকে পাঠিয়ে দিন না ওকে জিজ্ঞেস করে আসুক, ও কাল যাবার সময় চঞ্চলকে দেখেছে কিনা আর সঙ্গে কেউ ছিল কিনা।"

নবীনবাবু নিজেই বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে মহা উত্তেজিত ভাবে তিনি ফিরে এসে বললেন, "ঠিক ধরেছেন আপনি, ও দেখেছে। আর যা বলেছেন তাই। সেই হতভাগা মাণিকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। মারভেলাস্! আপনি কি করে আন্দাজ করলেন ?"

একটু হেসে মিঃ গশ্‌ বললেন, "দেখুন এসব কতকটা intuition আর কতকটা experience. কেন যে কোন্‌ কথাটা মনে পড়ে আমাদের, সেটা সব সময় নিজেরাই explain করে বলতে পারি না। আচ্ছা, যাক্‌, তাহলে এখন বোঝা গেল যে মাণিকের সঙ্গে চঞ্চল বেরিয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মাণিক তাকে কোথায় নিয়ে গেছে এবং কি জন্য নিয়ে গেছে! কোথায় নিয়ে গেছে, সে সমস্যার সন্ধান পরে করতে হবে। কি জন্যে নিয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে দুটো সম্ভাবনা হ'তে পারে। হয় আপনি তার সঙ্গে চঞ্চলকে মিশতে বারণ করেছেন বলে আপনার ওপর চটে প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করছে সে, না হয় মাণিক সেই gang-এর লোক যারা এমনি ছেলে চুরী করে পয়সা আদায় করে; যেমন আহিরীটোলার শ্রীমানীদের কাছে চেষ্টা করেছিল। যদি প্রতিহিংসার জন্য নিয়ে থাকে, তাহলে ভয়ের কথা। সে হয়ত কোথাও চঞ্চলকে ফুসলিয়ে নিয়ে তাকে খুন করতে পারে।"

নবীনবাবু শিউরে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, তাই নাকি?"

মিঃ গশ্‌ বললেন, "আমার কিন্তু মনে হয় যে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই বেশী প্রবল। তা যদি ঠিক হয়, তাহলে আজ হোক কি কাল হোক, আপনি একখানা বেনামী চিঠি পাবেন। তাতে হয়ত লেখা থাকবে কোন জায়গায় পাঁচ-সাতশো টাকা পাঠিয়ে দিলে আপনার ছেলে ফিরে আসবে।"

"তাই যেন হয়। আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। আমাদের চোর ধরে কাজ নেই। ছেলে ফিরে এলে হাজার টাকা আমি এখুনি দিতে প্রস্তুত।"

মৃদু হাস্য করে মিঃ গশ্ বললেন, "কিন্তু আমি থাকতে আপনাকে ওই দুর্বৃত্তদের টাকা দিতে দেব কেন? এমনও তো হতে পারে যে টাকাও যাবে, ছেলেও পাবেন না। যেমন আমেরিকার একটা প্রসিদ্ধ ছেলেচুরীর ব্যাপারে হয়েছিল।"

এই কথা হতে-হতে ডাকপিয়ন এসে নবীনবাবুকে চিঠি দিয়ে গেল। তার মধ্যে একখানা চিঠি খুলেই নবীনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "মশাই, আপনি কি দেবতা, না যাদু জানেন? এসেছে! ঠিক সে চিঠি এসেছে! পাঁচশো টাকার খুচরো নোট রেসকোর্সের একটা চিহ্নিত স্থানে রেখে দিয়ে আসতে বলেছে। বেঁচে থাকুন মিঃ গশ্! আমার ছেলে তাহলে প্রাণে মরেনি!"

মিঃ গশ্ বললেন, "হ্যাঁ, বেঁচে আছে ছেলে। কিন্তু তাতেই তো হবে না, তাকে পেতে হবে। সেটা মোটেই সহজ কাজ নয়। আপনি যদি বলেন, তবে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নবীনবাবু বললেন, "বলব কি মশাই! আপনি চেষ্টা করবেন না তো কে করবে? ওই সরকারী টাকায় পেটমোটা-করা ছুঁচোগুলো? আপনি আমার ছেলেকে এনে দিন দয়া করে মিঃ গশ্! আপনাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট

করব। আর তারপর চিরজীবন আপনার কাছে কেনা থাকব!”

মিঃ গশ্ মনে-মনে একটু হিসেব করে নিয়ে বললেন, “আপনার case-এ আমার fee সব খরচ-খরচা বাদে মাত্র পাঁচশো টাকাই দেবেন। খরচার টাকা যা লাগে, আপনিই দেবেন। তা, শ' পাঁচেকের ভেতরেই হয়ে যাবে।”

“তা বেশ, বলুন এখন কি করতে হবে!”

মিঃ গশ্ তাঁর পকেট থেকে একখানা ছাপানো form বের করলেন। তাতে কয়েকটা জিনিষ লিখে নবীনবাবুকে সই করতে দিলেন।

নবীনবাবু দেখলেন সেটা একটা চুক্তিপত্র যাতে মিঃ গশ্ চঞ্চলকে খুঁজে এনে দিলে খরচ-খরচা বাদে নবীনবাবু পাঁচশো টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হচ্ছেন।

নবীনবাবু সই করে দিলে মিঃ গশ্ অতি পরিষ্কার ভাবে কাগজটি ভাঁজ করে তাঁর পকেট-বুকে রেখে রুমালে মুখ পুঁছে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, “দেখুন, তবে এখনই বের হতে হয়।”

নবীনবাবু বললেন, “চলুন, কোথায় যেতে হবে?”

“সেটা পথে যেতে-যেতে ঠিক করতে হবে, আপনি খরচার জন্য শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে আসুন।”

আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে নবীনবাবু অন্তঃপুরে গিয়ে পাঁচশো টাকা পকেটে গুঁজে প্রস্তুত হয়ে এলেন।

মিঃ গশ্ প্রথমে বেরিয়ে নবীনবাবুকে নিয়ে গেলেন চঞ্চলের পাড়ার দু-তিনটি বন্ধুর কাছে। তাদের মধ্যে দুজন বললে, "তারা কাল ফুটবল ম্যাচে গিয়েছিল। সেখানে চঞ্চল যায়নি।"

আর একজন বললে, তার সঙ্গে চঞ্চলের দেখা হয়েছিল এবং সে চঞ্চলকে সঙ্গে করে ম্যাচ দেখতে যেতে চেয়েছিলো। তাতে চঞ্চল বললে, তার বাইরে একটু বরাত আছে। সে যেতে পারবে না।

সঙ্গী না পেয়ে তার এ বন্ধুও যায়নি।

পথে এসে মিঃ গশ্ বললেন, "আমিও ঠিক এই রকমই অনুমান করেছিলাম। ভেবেছিলাম চঞ্চল ম্যাচে যায়নি। মাণিকের সঙ্গে গেছে অন্য কোথাও।"

তারপর সে পকেট থেকে একখানা টাইম-টেব্‌ল বের করে বললে, "চঞ্চল ঠিক ক'টার সময় বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল বলতে পারেন?"

আনুমানিক সময়টা বললেন নবীনবাবু।

তারপর মিঃ গশ্ কিছুক্ষণ পেনসিল দিয়ে তাঁর কপালে টোকা দিয়ে বললে, "আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে চঞ্চল গেছে হাওড়া থেকে ১—৫০ মিনিটের ট্রেনে। এবং হয়ত মাহেশ গেছে। কাল মাহেশে রথের শেষ মেলা গেছে। চলুন একবার দেখা যাক," বলে নবীনবাবুকে নিয়ে ট্রামে উঠলেন।

তাঁকে বললেন, "ট্রামে ধীরে সুস্থে যাওয়াই ভাল। অনেক লোকের মাঝখানে বসে চলতে-চলতে আমি অনেক সময় বেশ helpful খবর পেয়েছি।"

ট্রামে উঠে তাঁরা যেখানে বসলেন, ঠিক তার পাশে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাবে মিঃ গশ্‌কে নমস্কার করলেন।

গশ্ হেসে প্রতি-নমস্কার করে বললেন, "হেঁ হেঁ, ভাল আছেন তো মিঃ শ্রীমানী ? আর ছেলেটি বেশ আছে তো ?"

শ্রীমানী বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই দয়ায়।"

মিঃ গশ্ নবীনকে বললেন, "ইনিই সেই শ্রীমানী। এঁর ছেলেকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

ট্রামটা খানিকদূর যাবার পর আরেকটি লোক উঠলেন। তিনিও দেখা গেল মিঃ গশ্‌কে চেনেন এবং তাঁরও এক মামলা মিঃ গশ্ হাসিল করেছিলেন।

মিঃ গশের কথায় বার্তায় নবীনবাবু যথেষ্ট আশা পেয়েছিলেন। এবং ট্রামে তাঁর কীর্ত্তির ওই সব জ্বলন্ত প্রমাণ দেখে আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে গেলেন হাওড়া ষ্টেশন।

তিন

হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে মিঃ গশ্ সেই জন-সমুদ্রে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে শেষে স্টুট করে ছুটে গেলেন একটি লোকের দিকে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ ফিস্‌ফিস্ করে কথাবার্ত্তা বলে ফিরে এসে নবীনবাবুকে বললেন, "পঞ্চাশটা টাকা দিন।"

পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে মিঃ গশ্ আবার সেই ভদ্রলোকের কাছে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকলেন। প্রায় পনের মিনিট প্রতীক্ষা করবার পর মিঃ গশ হেসে বললেন, "আর কোন চিন্তা নেই। আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আপনার ছেলে নজরবন্দী আছে।"

খুব নীচু গলায় মিঃ গশ্ বললেন, "উনি হলেন রেল-পুলিশের ডিটেকটিভ্-বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। সম্প্রতি নিয়ম হয়েছে যে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে কতকগুলি ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারী ঘুরে বেড়ায় এবং যে সব প্যাসেঞ্জারদের উপর সন্দেহ হয়, তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাদের ফটো নিয়ে রাখে। আমার মনে হচ্ছিল যে হয়তো বা তারা আপনার ছেলের ফটোও নিয়েছে। গিয়ে দেখলাম ঠিক! এখন সে আগাগোড়া রাস্তায় পুলিশের নজরবন্দী থাকবে। কাজেই

তাকে ধরতে হয়তো বেশী বেগ পেতে হবে না। এইটে আপনার ছেলের ফটো নয় ?”

বলে একখানা ফটো বের করলে।

নবীনবাবু দেখলেন, ঠিক,—চঞ্চলের পাশে মাণিক!

তারপর মিঃ গশ্ নবীনবাবুকে নিয়ে দু'খানা ফাষ্ট ক্লাশের টিকিট কাটালেন বর্দ্ধমানের। ট্রেণে একটা কামরায় উঠলেন, সেখানে আর কেউ নেই।

গাড়ী চলতে, নবীনবাবু আশা-উৎকণ্ঠাভরা চিত্তে গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন—যেন তাঁর দৃষ্টির ব্যাকুলতায় স্টেশনগুলো তাড়াতাড়ি ছুটে আসবে !

মিঃ গশ্ তাঁর ব্যাগ খুলে কি যেন করতে লাগলেন !

দু'মিনিট বাদে মুখ ফিরিয়ে নবীনবাবু দেখতে পেলেন মিঃ গশ্ নেই—তাঁর সামনে বসে একটা অচেনা লোক—মোটা একজোড়া গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখ দুটো ভয়ানক টেরা ! দেহটা আত্মোপান্ত একটা ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা।

নবীনবাবু চমকে উঠলেন !

লোকটা বললে, “কোথায় যাওয়া হচ্ছে মশায়ের ?”

মিঃ গশ্ অদৃশ্য, হঠাৎ সম্পূর্ণ নতুন লোকের আশমান থেকে আমদানী দেখে নবীনবাবু হকচকিয়ে গেলেন। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

হো-হো করে হেসে লোকটা বললে, “চিনতে পারলেন

না তো?" বলতেই তার চোখ দুটো আর টেরা রইলো না সোজা হয়ে এলো।

গলার আওয়াজ শুনে নবীনবাবু বুঝলেন—মিঃ গশ্!

নবীনবাবু দম নিয়ে বললেন, "চমকে দিয়েছিলেন আপনি! অদ্ভুত তো! এরই ভিতর এমন ভোল ফিরিয়ে ফেললেন?"

হেসে মিঃ গশ্ বললেন, "এ করতে না পারলে ডিটেকটিভের কাজ করা অনেক সময় শক্ত হয়ে ওঠে।—আসুন আপনার চেহারাটাও বদলে নি একটু।" বলে সামান্য কিছুক্ষণ কারিগরীর পর নবীনবাবুকেও একেবারে না চেনার মত করে বদলে দিলেন।

গশ্ তখন বসে গল্প করতে লাগলেন। বললেন, "আমাদের দেশে যত সব ভুঁইফোড় ডিটেকটিভ্ আছেন, তাঁরা দুনিয়ার খবর কমই রাখেন; চোর ধরা যে একটা সায়েন্স, সে খবরও জানেন না। আমি ইউরোপ ও আমেরিকার সব জায়গায় ঘুরেছি, বড়-বড় ডিটেকটিভ্‌দের সঙ্গে কাজ করেছি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও আমেরিকায়। দেখে এসেছি কি আশ্চর্য্য উন্নতি করেছে তারা এই ডিটেকটিভ্ সায়েন্সে!

কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত কাজ দেখেছি নিউইয়র্কে হাগেনবাকী বলে একজন ডিটেকটিভের। তাঁর সঙ্গে অনেকদিন কাজ করে তবে জানতে পেরেছি যে, যে বিদ্যায় তিনি সকলকে পরাস্ত করতে পারেন সেটা Psychic force বা যোগবল। অন্য সব ডিটেকটিভেরা নানা রকম রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ব্যবহার

করেন। শুধু হাগেনবাকীই Psychic force-টাকে স্থনিয়ত ভাবে প্রয়োগ করেছেন অপরাধী ধরবার বিদ্যায়।”

“সে কি রকম?”

“কতকগুলো মানসিক ব্যায়াম করে ক্রমে এমন একটা অবস্থায় মনটাকে এনে ফেলা যায় যে, অতি সামান্য একটু concentration বা মনঃসংযোগ করলেই অপরাধ-নির্ণয় সম্বন্ধে খাঁটি সত্য আপনি চোখের উপর ভেসে পড়ে। মনঃসংযোগটা যদি ঠিকমত হয় তবে এতে ভুল হতে পারে না। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সব সময় সেই প্রক্রিয়াটা হয়তো ঠিক হয় না। হাগেনবাকীকে শতকরা একটা ক্ষেত্রের বেশী ভুল করতে দেখি নি। আমার অবিশ্যি অতখানি শিক্ষা হয় নি, তবু আমারও ভুল বড় একটা হয় না।”

পথে প্রত্যেক ষ্টেশনে নেমে মিঃ গশ্ পুলিশ-আফিসে সেই ফটো দেখিয়ে সন্ধান করে আসেন আর বলেন যে সব জায়গায়ই খবর পাওয়া গেছে যে, এই ফটোগ্রাফের লোক এসব কোনও ষ্টেশনে নামেনি। কিন্তু শ্রীরামপুরে খবর পাওয়া গেল যে এর মধ্যে একটি লোক, মানে চঞ্চল—অন্য লোকের সঙ্গে মোটরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বরাবর চলে গেছে হুগলীর দিকে।

মিঃ গশ্ দাঁতে দাঁত ঘষ্‌তে-ঘষ্‌তে বললেন, “Silly fools! এমনি কোরে নজরবন্দী ছোকরাকে হারিয়ে বসেছে!”

মিঃ গশ্ খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে ভাবলেন। তারপর

তিনি নবীনবাবুকে নিয়ে একেবারে বর্দ্ধমানে গেলেন এবং সেখানে একখানা ভাড়াটে মোটরে উঠে কলকাতার দিকে যেতে বললেন। নবীনবাবুকে বললেন, "এদিকে যত বাস ও মোটর আসে, সবার উপর নজর রাখবেন।"

মিঃ গশের মোটর খুব ধীরে-ধীরে চলতে লাগলো। উল্টো দিক থেকে যত মোটর ও বাস আসে, সবগুলোর দিকে তাঁরা দুজনে চক্ষুময় হয়ে চেয়ে রইলেন।

চলতে-চলতে মিঃ গশ্ নবীনকে বুঝিয়ে বললেন যে, ছোট-ছোট ছেলেদের ধরে একদল লোক এমনি করে তাদের পশ্চিমে চালান করে জানা গেছে। তারা বাপ-মার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করে। যদি না পায় তবে ছেলেদের পশ্চিমে কোথায় যে পাঠায় আর সেখানে কি যে করে তাদের নিয়ে, তা জানা যায় নি। মিঃ গশ্ বল্লেন যে তাঁর সন্দেহ এই যে, সন্ন্যাসীরা বোধহয় এমন ছেলে কিনে থাকে। তাদের দলে প্রায়ই এমনি ছোট-ছোট ছেলে দেখা যায়।

চুঁচুড়া থেকে চন্দননগরের পথে হঠাৎ নবীনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই যে চঞ্চল!"

মিঃ গশ্ তক্ষুণি গাড়ী থামাতে বললেন। যে গাড়ীতে চঞ্চল ছিল, সেটা তখন প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

মিঃ গশের গাড়ী থামতে-থামতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত এগিয়ে গেল। তারপর তাকে ঘোরাতে কিছু দেরী হল। এর ভিতর চঞ্চলের গাড়ী অনেকদূর এগিয়ে গেল।

দুই গাড়ীই প্রাণপণ বেগে ছুটতে লাগলো।

যখন সন্ধ্যা হয়-হয় তখন দেখা গেল, পেছনের গাড়ীটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সামনের গাড়ীর লোক বুঝলো, এমনি চলতে থাকলে তাদের ধরা পড়তে দেরী হবে না।

তখন হঠাৎ তারা পথের মাঝখানে একটা সম্পূর্ণ নির্জন জায়গায় গাড়ী থামিয়ে চঞ্চলকে ঠেলে নামিয়ে দিলে আর তারপর আবার বেগ দিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে গেল।

পিছনের গাড়ীতে বসে মিঃ গশ্ ড্রাইভারের উপর ঝুঁকে পড়ে অনবরত চীৎকার করে তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন ঠিক যেমন ফুটবলের মাঠে দর্শকেরা উৎসাহ দেয়।

মিঃ গশ্ বললেন, "ভাড়ার উপর একশো টাকা বকশীস্ দেবো, চালাও, যত জোরে পার—ধরতে পারলে একশো"—তারপর "দেড়শো", তারপর—"দুশো—দুশো—চালাও!"—টাকার অঙ্ক তড়বড় করে বেড়ে যেতে লাগলো।

মিঃ গশ্ সামনের গাড়ী ধরবার উৎসাহে এতই সংজ্ঞাহীন হয়ে চেঁচাচ্ছিলেন যে, চঞ্চল যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে চ্যাচাচ্ছে তা' তাঁর খেয়ালই নেই! তিনি তখন বলছেন, "এইবার—এইবার—ঠিক পারবে তিনশো—তিনশো টাকা বকশীস্…"

নবীনবাবু চীৎকার করে শেষে সবলে তাঁর হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললেন, "ওই যে চঞ্চল, ওকে তুলুন।"

ঝাঁকি দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে গশ্ বললেন, "সে পরে হবে, আগে শয়তানটাকে ধরি—চালাও ড্রাইভার—তিনশো—"

বিপন্ন, বিস্মিত নবীনবাবু মরিয়া হয়ে বললেন, "এক পয়সাও পাবে না যদি এক্ষুণি গাড়ী ঘুরিয়ে ছেলেকে তুলে না নেও।"

কাজেই ড্রাইভার ব্রেক কসে ফেললে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে চঞ্চলকে উঠিয়ে নিলে।

মিঃ গশ্ ভারী বিরক্ত হয়ে বললেন, "একেবারে মাটি করলেন মশায়! আর আধ ঘণ্টার ভিতর ওদের ধরে গোটা দলটা ধরতে পারতাম—আপনার জন্যেই ওরা পালিয়ে গেল।"

নবীনবাবু বললেন, "যাকগে মশায়, তাই বলে ছেলে এই শূন্য মাঠে ফেলে আমি চোর তাড়াতে যাব? আপনার দুঃখ কি মশায়? আপনি তো পুলিশের লোক নন। আপনার পারিশ্রমিক যোল আনা তো পাবেনই।"

"কি জানেন, পারিশ্রমিকের চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে কাজটা নিরবচ্ছভাবে করবার তৃপ্তি। ওই দলটাকে ধরতে পারলে!—"

মিঃ গশের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নবীনবাবু ড্রাইভারকে খুসী হয়েই চারশো টাকা দিলেন।

চঞ্চলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি গশ্ সাহেবকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিয়ে, তাঁর কাছে সবাই মিলে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন।

চার

এর দুদিন পরে নবীনবাবু বৈঠকখানায় বসে আছেন, তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়ালে নির্ম্মল ঘোষ।

সেই একদিন অল্পক্ষণের জন্য দেখা, তাতে নবীনবাবু নির্ম্মলকে চিনতে পারলেন না।

নির্ম্মল নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ছেলের কোনও খবর পেয়েছেন কি? সেদিন আপনাকে বড় ক্লিস্ট দেখেছিলুম, তাই ভাবলাম একবার খবর নিয়ে দেখি আমি যদি কিছু করতে পারি।"

উল্লাসভরা মুখে নবীনবাবু বললেন, "আসুন, বসুন নির্ম্মল-বাবু! না আপনার আর কিছু করতে হবে না। আমার ছেলে পেয়েছি—কিন্তু আপনাদের পুলিশদের ক্ষুরে নমস্কার! ওঃ, কি নাকালটাই করেছিল আমায় তারা! না, আপনার আর কিছু করতে হবে না—আপনারা যত তফাতে থাকেন সেই মঙ্গল।"

"ওঃ! তা' হলে আপনার ছেলে আপনি ফিরে এসেছে?"

"না মশায়, আপনি আসবে কেন? তাকে ধরে এনেছি।"

"সন্ধান পেলেন কি করে?"

"সন্ধান? আপনারা ছাড়াও ডিটেকটিভ্ আছে; তারা

ভদ্রসন্তানকে নাকাল করে না, সাহায্য করে। ভগবানের দয়ায় এমনি একটি ডিটেকটিভের সন্ধান আমি পেয়েছিলাম। পুলিশের লোক তো কোনও হদিসই পেলেন না, কিন্তু সে ঘাগী ডিটেকটিভ্‌—ইউরোপ, আমেরিকায় শিক্ষিত, এসে টক্‌-টক্‌ করে clue ধরে ঠিক নিয়ে চল্লে আমাকে,—আর আট ঘণ্টার মধ্যে ছেলেকে ধরে দিলে।"

"তাই না কি ?—কে সে ডিটেকটিভ্‌ ?"

"মিঃ গশ্‌ ?"

"মিঃ গশ্‌ ?—তাঁর আফিস কোথায় ?"

"সেটা তো আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি। দাঁড়ান, তাঁর একখানা কার্ড আছে, দেখি।"

খুঁজে সে কার্ডখানা বের হল। কিন্তু দেখা গেল তাতে মিঃ গশের নাম আছে ; ঠিকানা একটা আছে বটে কিন্তু সেটা নিউ ইয়র্কের একটা ঠিকানা। সেটা কেটে কলকাতার ঠিকানাটা লিখতে ভুল হয়ে গেছে।

নবীন বললেন, "উনি সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এসেছেন কিনা—"

নির্ম্মল কার্ডখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বললে, "আচ্ছা কি করলেন মিঃ গশ্‌, কেমন করে ধরলেন, একটু বিস্তারিত করে বলুন তো—ভারী কৌতূহল হচ্ছে আমার।"

নবীনবাবু গশের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে গেলেন। তাঁর যা বলতে ভুল

মিঃ গণ নেই—তাঁর সামনে একটা অচেনা লোক ! [পৃঃ—১৭

হয়ে গেল, নির্ম্মল তাঁকে সূক্ষ্ম প্রশ্ন করে সে কথা আদায় করলে।

"দু' মিনিটের মধ্যে একেবারে না চেনবার মত করে ভোল বদলাবার সরঞ্জাম নিশ্চয় সেই ব্যাগেই ছিল।"

"হাঁ—একেবারে সব তৈরী—আটা লাগান—চট্ করে মুখে লাগিয়ে নিলেই হল!"

"আচ্ছা, চেহারা বদলাবার কি দরকার, সে কথা বলেছিলেন কিছু তিনি ?"

"হাঁ, বলেছিলেন। বললেন, আমেরিকায় পাকা ডিটেকটিভ্‌রা কখনও বেশীক্ষণ এক চেহারা রাখেন না! দু'চার ঘণ্টা অন্তরই চেহারা বদলে ফেলেন, যাতে, যদিবা অপরাধীরা কোনও মতে চিনতে পেরে পেছু নেয় বা সাবধান হয় তবে তাদের খেই হারিয়ে দেওয়া হয়। বললেন, হয়ত হাবড়া ষ্টেশনে ঐ দলের কোনও লোক আমাকে আর তাঁকে ট্রেণে উঠতে দেখে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যখন নামবো তখন তার সে চিনতে বা জানতে পারবে না।"

নির্ম্মল প্রশংসভরা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, "খুব সাবধানী লোক তো! এটা আমার পক্ষে শেখবার মত কথা! তারপর ?"

"শেখবার কথা তাঁর কাছে ঢের আছে। এই ধরুন, Psychic forceএর বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। পৃথিবীতে এক হাগেনবাকী এটা জানেন। মিঃ গশ্ তাঁর কাছে শিখেছেন।"

সবিস্ময়ে নির্ম্মল বললে, "তাই নাকি! ব্যাপারটা ক্রমশঃই

বেশী interesting হয়ে উঠছে—কি রকম সে psychic force বলুন তো!"

মিঃ গশ্ যা বলেছিলেন নবীনবাবু বিস্তারিত করে বললেন।

ক্রমে সমস্ত বিবরণ শুনে নির্ম্মল বললে, "ওঃ! খুব আশ্চর্য্য লাগছে আমার। লোকটিকে পেলে তার কাছে অনেক শিখতে পারতাম। আপনি তো ঠিকানা বলতে পারলেন না, তা' হোক, খোঁজ করে নেবো। কার্ডখানা আমি রাখতে পারি?"

"তা রাখুন, ও দিয়ে আর কি হবে? ঠিকানা আপনি অন্য লোকের কাছে পেতে পারবেন। আহিরীটোলার শ্রীমানী-দের বাড়ীর একটি ছেলে সে খুঁজে দিয়েছে। তারা বলতে পারবে।"

"আহিরীটোলা? ক' নম্বর?"

"নম্বরটা আমি জিজ্ঞেস্ করি নি, কিন্তু সে লোকটিকে দেখেছি ট্রামে। তার সঙ্গে গশ্ আলাপ করেছিল।"

"লোকটির নাম শুনেছিলেন?"

"না, শ্রীমানী মশায় বলেই তাকে ডেকেছিল।—আর রুদ্র কোম্পানী জুয়েলার—তাদের একটা বড় চুরী সে ধরে দিয়ে-ছিল—সেই ব্যাঙালোর গিয়ে। তারা ঠিকানা দিতে পারবে নিশ্চয়।"

"রুদ্র কোম্পানী! আচ্ছা সেখানেই খোঁজ করবো। আর তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয় আপনার, তবে তাঁকে

বলবেন আমি তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা করতে চাই। তার জন্য তাঁকে পারিশ্রমিক দেবো।—আর দেখুন আমি কি কাজ করি সে কথা তাঁকে নাই বললেন, আমাদের departmentএর নিয়ম অনুসারে এটা মানা আছে।"

"আচ্ছা, তা জানাব। আর চাই কি আমিও বরং খোঁজ করে দেখবো।"

"বড় বাধিত হলাম," বলে নির্ম্মল বললে, "আচ্ছা আপনার ছেলে কি বলে? সে কেন চলে গিয়েছিল, কোথায় কি হয়েছিল, সে সব কি বলে?"

"কি বলবো মশায়? সে কিছুই বলে না। চুপচাপ থাকে। বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলে, অমন করলে আমি আবার চলে যাব।"

"তাই না কি? আচ্ছা ডাকুন তো তাকে, আমি একবার দেখি চেষ্টা করে আমাকে কিছু বলে কি না।"

চঞ্চলকে ডাকা হল। সে আসবার আগেই নির্ম্মল বললে, "সে মাণিক ছোকরার কোনও খবর জানতে পেরেছেন কি? তার কথা আপনার পুলিশে জানান উচিত।"

"বলেইছি তো, পুলিশের ক্ষুরে নমস্কার মশায়! আমি আর তাদের ধারে ঘেঁষছি না। মোদ্দা মাণিককে আমি দেখেছি, সেদিন ফিরেই—আর রোজই দেখছি।"

চঞ্চল এলে নির্ম্মল তার সঙ্গে নানারকম গল্প-সল্প করে অল্পক্ষণের মধ্যেই খুব ভাব জমিয়ে নিলে। তার পর সে তাকে

নিরিবিলি নিয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে নানারকম তোয়াজ করে অনেক কষ্টে যে খবর আদায় করলে সে এই :—

চঞ্চলের সঙ্গে মাণিকের ভয়ানক ভাব। চঞ্চল তাকে না দেখলে থাকতে পারে না।

বাবা তাকে মাণিকের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন বলে নানা ফিকিরে বাড়ী থেকে পালিয়ে সে মাণিকের সঙ্গে দেখা করে।

সেদিন মাণিক তাকে ইসারা করে ডাকতেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল। মাণিক তাকে একটা পানওয়ালার দোকানে নিয়ে সিগারেট কেনে। সে চঞ্চলকে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখিয়েছিল। এই সিগারেট খাবার লোভেই সে আরও যেতো মাণিকের কাছে।

সিগারেট কিনে তারা ভেসে পড়লো কলকাতার রাস্তায়।

পথে তারা দেখলে একটা সাইন-বোর্ড—সেখানে নাকি শ্লটে চার আনা ফেলে দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফটো তোলা হয়ে বেরিয়ে আসে। মাণিক একটা সিকি দিয়ে দুজনের ফটো তুলে ফেললে। তারপর মাণিক বললে, “চল ভাই, মাহেশে রথ দেখে আসি।”

চঞ্চল রাজী হল, কিন্তু বললে, “পয়সা পাবো কোথায় ?”

“এই পাচ্ছি দেখ না,” বলে মাণিক তাকে একটা গলির ভিতর লুকিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ঘুরে এসেই তার হাত ধরে বললে, “ছোট্‌, ছোট্‌ !”

মাণিক কারো পকেট মেরে গোটা কয়েক টাকা জোগাড় করেছিল। সেকথা শুনে চঞ্চলের ভয়ানক ভয় লেগে গেল। সে অমনি মাণিকের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতে লাগলো।

তারপর একটা লোক তাদের ধরে ফেললে, বললে, "এই বোকা, ছুটছিস্ কেন দুটোয়? ধরা পড়বি যে! আমার সঙ্গে আয়।" বলে আমাদের সে খানিকদূর নিয়ে গিয়ে মাণিককে বললে, "এখন তুই তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাকগে।" বলে মাণিকের কাছের টাকা ক'টা আদায় করে চঞ্চলকে বললে, "এস খোকা আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে লুকিয়ে ফেলবো। নইলে তোমায় ধরে ফেললে দু'জনেই মারা পড়বে।"

এই বলে লোকটা চঞ্চলকে নিয়ে একটা মোটরে তুললে।

সে চঞ্চলকে একটা সিগারেট দিলে। চঞ্চল সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে লাগলো। অমনি সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার ঘুম ভাঙলো পরের দিন সকালে। তখন সে সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গায়। সেখানে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে বিকেলে তারা আবার মোটরে চড়লো।

নির্ম্মল চঞ্চলকে খুব জোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এ কাহিনী সে ঘুণাক্ষরেও তার বাবাকে বলবে না। সে যে সিগারেট খায়, মাণিক যে পকেট মেরেছে চঞ্চলের সামনে, এসব কথা শুনলে বাবা তাকে খুন করে ফেলবেন।

নবীনবাবু যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বললে

ছোঁড়া?" তখন নির্ম্মল তাই বললে, "না মশায়, ভারী শক্ত ছেলে, কিছুই আদায় করা গেল না।"

চঞ্চল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নির্ম্মলের দিকে একবার চাইলে।

গৌরীকান্তবাবুর সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নির্ম্মলের দেখা হয়েছিল। তাঁকে সে বললে, "ভারী জবর এক গুরুর সন্ধান পেয়েছি মশায়—মানে পাবো-পাবো হচ্ছি! Marvellous! তাকে পেলে এবার এমন শিক্ষা দেবো যে ভূ-ভারতে আর আমার মত ডিটেকটিভ্ থাকবে না।" বলে সে মিঃ গশের কথা তাঁকে জানালে।

পাঁচ

গোটা আহিরীটোলা নির্ম্মল খুঁজে এলো, কিন্তু সে শ্রীমানী মশায়ের সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারপর সে রুদ্র কোম্পানীর দোকান যেখানে, সেখানকার থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে ডায়েরী থেকে রুদ্র কোম্পানীর দোকানের সেদিনকার চুরীর বিবরণ সংগ্রহ করলে।

সে জানতে পারলে ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় রুদ্র কোম্পানীর মালিক তাঁর দোকান বন্ধ করে বাড়ী যাচ্ছিলেন। তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগটা সামনে রেখে তিনি নিজে তালা বন্ধ করে হ্যাণ্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে বাড়ী গেলেন। হ্যাণ্ডব্যাগে ছিল হাজার টাকা করে পাঁচখানা নোট আর এক জোড়া হীরার ব্রেসলেট, প্রায় চার হাজার টাকা দামের।

বাড়ী গিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ সিন্ধুকে তুলে রেখে দিলেন। পরের দিন সকালে সিন্ধুক খুলে দেখে কেমন সন্দেহ হল। ব্যাগটা যেন ঠিক তাঁর ব্যাগ নয়, যদিও অনেকটা সেই রকম দেখতে। চাবী দিয়ে সেটা খোলা গেল না; তাই তালা ভেঙ্গে খুলে দেখা গেল, তাতে কতকগুলো বাজে কাগজ ভরা।

রুদ্র মশায় থানায় খবর দিলেন।

পুলিশ এনকোয়ারী চলতে লাগলো, কিন্তু কোনও সন্ধান

আর পাওয়া গেল না। পরে রুদ্র মশায় জানিয়েছেন যে তাঁর লোক নম্বরী নোটগুলো উদ্ধার করেছে ব্যাঙালোর থেকে, ব্রেসলেট জোড়া পাওয়া যায় নি, চোরও ধরা পড়ে নি।

নির্ম্মল থানার ইন্‌স্পেক্টারকে রিপোর্ট দেখিয়ে বললেন, "কোন্‌ লোকটি নোটগুলো ব্যাঙালোর গিয়ে উদ্ধার করলো খোঁজ নিয়েছেন কি ?"

ইন্‌স্পেক্টার বললে, "আমি এটার তদন্ত করিনি, করেছিল চক্রবর্ত্তী, সে এখন হস্পিট্যালে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।"

"কেন ? কি হয়েছে তাঁর।"

"একটা তদন্তে গিয়েছিল একটা গুণ্ডার আড্ডায়, সেখানে লাঠির বাড়ী খেয়ে তার concussion হয়েছে।"

রুদ্র কোম্পানীর আফিসে গিয়ে নির্ম্মল রুদ্র মশায়কে জিজ্ঞেস করলে, "মশায়, আপনাদের যে চুরী হয়েছিল, সেটা নাকি একজন ভারী আশ্চর্য্য ডিটেকটিভ্‌ আস্কারা করেছিল ?"

রুদ্র বললে, "হাঁ।"

"তাঁর নাম মিঃ গশ্‌ ?"

"হাঁ তাই, তা' তিনি নামটা প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন, কেন না তিনি ব্রেসলেটের চোরকে ধরবার চেষ্টায় আছেন; তাঁর নাম জানাজানি হলে হয়তো পারবেন না।—তা আপনি কি করে জানলেন ?"

"আমি শুনেছি—আহিরীটোলার শ্রীমানী মশায়ের কাছে।"

"হাঁ ঐ তো সত্যদাস শ্রীমানী, তিনিই তো আমাকে মিঃ গশের কথা প্রথম বলেন।"

"ও, তাই নাকি?—আচ্ছা, আপনার চুরীর বিবরণটা বলুন দিকিনি একবার আমার কাছে। আমি ডিটেকটিভ্‌ ইন্‌স্পেক্টার, আমার উপর হুকুম হয়েছে চোরের সন্ধান করবার।"

রুদ্র মশায় বলে গেলেন, "আপনারা কি করবেন মশায়? অতবড় ডিটেকটিভ্‌ গশ্‌ সাহেব হিমসিম খেয়ে গেছে! তবে সে ধরবে নিশ্চয় একদিন। অদ্ভুত মানুষ সে। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না।"

"তাই নাকি! বলুন তো তিনি কি করে কি করলেন! আমরা ডিটেকটিভ্‌ পুলিশ বটে, কিন্তু হাজার হলেও ছেলেমানুষ। এই সব বড়-বড় ডিটেকটিভের কার্য্যপ্রণালী দেখে-শুনে শিখতে পারি অনেক-কিছু।"

রুদ্র মশায় বলে গেলেন :—

যখন রুদ্র মশায় আবিষ্কার করলেন যে তাঁর জিনিষ খোয়া গেছে তিনি তখনি দৌড়ে গেলেন থানায়। সব-ইন্‌স্পেক্টারবাবু এলেন; সমস্ত বাড়ী খানাতল্লাসী করলেন; চাকর-বাকরদের ধরে থানায় নিয়ে গেলেন; বাড়ীর লোক, ছেলেপিলে সবাইকে ধরে জেরা করে, ভুলোধুনো করে দিলেন। আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁদের মতে—হয় রুদ্রের ছেলে, না হয় ভাগনে কিম্বা বাড়ীর অন্য কেউ সিন্ধুক থেকে ব্যাগটা সরিয়েছে।

"সেদিন আর কিছু হল না। পরের দিনও' কিছু নয়। আমি মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে গেলাম সেদিন দোকানে।

বিকেল বেলায় ঐ সত্যদাস শ্রীমানী এলেন আমার দোকানে,' একটুকরো সোণা নিয়ে বেচতে।"

"কতটা সোণা ?"

"এই ভরি চারেক হবে। বাজে সোণা"—

"কোনও গয়না গালান সোণা হবে ?"

"হাঁ, খুব বেশী পানওয়ালা নরম সোণার গয়না গালালে যেমন হয়। কিন্তু শুনুন তারপর। দোকানের লোকদের কথায়-কথায় চুরীর কথাটা উঠতেই শ্রীমানী মশায় বললেন, 'এত বড় ভারী একটা চুরী আপনি পুলিশের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন ?' আমি বললাম, 'কি আর করবো বলুন।' তিনি বললেন, 'ডিটেকটিভ্ লাগান। একজন ভারী ওস্তাদ ডিটেকটিভ্ সম্প্রতি এসেছে আমেরিকা থেকে—অদ্ভুতকর্ম্মা লোকটা—নাম মিস্টার গশ্। তাকে দিন, সাতদিন না যেতে-যেতে সে মালশুদ্ধ চোর ধরে দেবে।'

আমি বললাম, 'কোথায় থাকে সে ?'

শ্রীমানী বললেন, 'বলুন না, আমি এক্ষুণি তাঁকে ডেকে আনছি। দুটো দিন নষ্ট করেছেন, আর সময় নষ্ট করবেন না।'

সোণার দামটা নিয়ে সে আমাকে নিয়ে গেল তক্ষুণি ট্যাক্সি করে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের দিকে। জোর বরাত

আমার, দেখি গশ্‌ সাহেব তখন তাঁর আফিস থেকে বেরিয়ে চলেছেন ট্রামের দিকে। শুনলুম যে ভারী সময়ে এসে পড়েছিলাম। নইলে তিনি হয়তো আধঘন্টার মধ্যে বাইরে চলে যেতেন একটা তদন্তে দিন-সাতেকের জন্যে!

ট্যাক্সিতে বসেই বৃত্তান্তটা মোটামুটি তাঁকে বললাম। দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করেই তিনি টক্‌ করে বললেন, 'কিন্তু ম'শায়, আপনার জিনিষ বাড়ীতে খোয়া যায় নি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু দোকানে তো আমি নিজের হাতে ব্যাগে জিনিষগুলো ভরে নিয়ে, তক্ষুণি বেরিয়েছি। সেই থেকে ব্যাগ আমার কাছছাড়া হয়নি।'

'কাছছাড়া হয়নি কিন্তু হাতছাড়া হয়েছিল যখন আপনি তালা বন্ধ করছিলেন।' বললেন গশ্‌ সাহেব।

ঠিক ধরেছেন মশায়! আমার এখন মনে হল, যখন ব্যাগটা পাশে রেখে তালা বন্ধ করছিলাম তখন যেন একবার ব্যাগটা পড়-পড় হল—আমি সেটা ঠেলে ঠিক করে রেখে তালা বন্ধ করলাম। সেই সময়েই চোরটা ব্যাগ পালটে ফেলেছে।

আর আপনার পুলিশ তখন আমার বাড়ী তোলপাড় ও বাড়ীর লোকদের নাস্তানাবুদ করে বেড়াচ্ছে!

কি সূক্ষ্মদৃষ্টি লোকটার! দোকান-ঘরে এসে সে এদিক-ওদিক কেবল চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর হুমড়ি খেয়ে কাউন্টারের তলায় দেখলে। একটা ঝাঁটা আনতে বললে—নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে কাউন্টারের তলাটা সাপটে আনলে।

বেরুলো একখানা এনভেলাপ। তাতে কি সব মাদ্রাজী হরপে ঠিকানা লেখা আছে, ইংরাজীতে শুধু লেখা আছে 'ব্যাঙালোর'। চিঠিখানা হাতে ধরে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে শেষে সে বললে, 'এক্ষুণি হাজারখানেক টাকা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ?'

'ব্যাঙালোর যেতে হবে।'

পরে বুঝলাম, চোরটা দোকানে এসেছিল, খোদ্দের সেজে, হয়তো এধার-ওধার ঘুরে জিনিষপত্র দেখছিল। সেই সময় কোন ফাঁকে তার পকেট থেকে—কি আর কিছু থেকে—এই চিঠিখানা পড়ে গেছে সে টের পায়নি। চিঠির উপর ডাকঘরের ছাপ দেখে বোঝা গেল সে চিঠি কেউ পাঠিয়েছিল কলকাতা থেকে, আর ডেলিভারী হয়েছে ব্যাঙালোর। সুতরাং যার পকেটে ও চিঠি ছিল সে ব্যাঙালোরের লোক—তার নাম-ঠিকানা সব পাওয়া গেছে, অতএব যেতে হবে ব্যাঙালোরে সন্ধান করতে।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে বুঝলাম যে ঠিক ধরেছে! একজন মাদ্রাজীকে ডেকে চিঠিখানা পড়িয়ে সেটা ইংরেজীতে লিখে নিলে গশ্ সাহেব। ভেতরে কোনও চিঠি ছিল না, নইলে হয়তো আরও তথ্য পাওয়া যেতো। গশ্ বললে, চিঠিটা থাকলে প্রেরকের বাড়ীতে একবার তল্লাস করে গেলে হত।

ব্যাঙালোরে যে ঠিকানা লেখা ছিল, সেটা একটা সরাইখানা-গোছের। লোকে আসে যায়, থাকে দু'চার দিন, কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দে কেউ নেই। নীচের ঘরে একটা খাবারের দোকান—দোকানদারের কাছে জিজ্ঞেস-পত্তর করে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না।

আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম! এত কষ্ট করে এতদূর এসে সন্ধান পাব না!

গশ্ কিন্তু মোটেই হতাশ হল না। দু'তিন দিন সে চরকীর মত ঘুরে বেড়াল। হেথা পোস্টাফিস, হোথা পুলিশ-স্টেশন, হোথা হোটেল, সরাই, স্টেশন, দোকান—সব হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমি হয়রাণ হয়ে বললাম, এ কী মিথ্যে হয়রাণী করছেন বলুন তো?

সে বললে, গোটা সহরটার একটা ছবি মনে এঁকে নিয়ে তবে মনস্থির করতে হবে, তাই এর উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

একদিন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে—একটা ট্রেণ এসে দাঁড়াল। মিঃ গশ্ শকুনির মতো চেয়ে রইলো ট্রেণের দরজাগুলির দিকে।

একটা মাদ্রাজী লোক নাবলো একটা গাড়ী থেকে। তার হাতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ অনেকটা আমার ব্যাগের মত, আর এক হাতে একটা সুটকেস।

আমাকে দূর থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা দেখিয়ে বললে, 'দেখুন

তো, ওটা আপনার ব্যাগ কিনা?' আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলুম—মশায় হুবহু সেই ব্যাগ! আমি তখনি তেড়ে সেটা ধরতে যাব গশ্ আমার হাত চেপে ধরে বললে, 'করছেন কি? ভাবছেন ঐ ব্যাগে আপনার জিনিষ আছে? রাম বল, এমন বোকামি করবে লোকটা? এখন ওকে অনুসরণ করে ধরতে হবে।'

তার পিছু-পিছু গিয়ে দেখলাম লোকটা সেই সরাই-খানাতেই গিয়ে উঠলো। গশ্ দেখতে-দেখতে চেহারা বদলে ভাটিয়া বনে গেল, আমাকেও সাজিয়ে নিলে অদ্ভুত পোষাকে।

আমরা গিয়ে আস্তানা নিলাম সেই সরাইয়ে ওই লোকটার পাশের ঘরেই। দিনরাত দু'জন পালা করে লোকটাকে পাহারা দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরলাম কত!

দু'দিন পরে ভোরে উঠে গশ্ বললে, 'আজ ওকে ধরবো।'

সকালে লোকটা বের হয়ে গেল একটা বড় দোকানে। আমরা পিছন-পিছন গিয়ে উঠলাম সেখানে।

দোরের পাশেই দোকানের মালিক দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা এল। পাঁচখানা নোট তার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বের করে বললে, 'এই নোট ক'খানা ভাঙিয়ে দিতে পারেন?'

দোকানদার কিছু বলবার আগেই গশ্ ফস করে তার হাত চেপে ধরে বললে, 'চোর—এ চোরাই নোট!'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা ঠাই করে মারলে এক ঘুসি—গশ উল্টে পড়লো—লোকটা নোটগুলো ফেলে অমনি চম্পট!

গশ্ ঝেড়ে উঠেই ছুটলো লোকটার পিছু-পিছু। আমি নোট ক'খানা কুড়িয়ে নিলাম।

দোকানদার বললে, আমাকে সে যেতে দেবে না। পুলিশে খবর দিলে।

পুলিশ চারদিন আমাকে আটকে রেখে তদন্ত করে শেষে পুলিশের লোকের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলে কলকাতায়। এখানে এসে থানায় গিয়ে আমি ছাড়া পাই, নোট ক'খানাও ফেরত পাই।"

নির্ম্মল বললে, "তারপর গশের কি হল?"

"সে মশায় এক উপন্যাস! লোকটাকে তাড়া করে-করে সে একটা এঁধো গলির ভিতর ঢুকলো। সেখানে হঠাৎ ক'জনে তাকে আক্রমণ করে একটা ঘরে আটকে রাখলে। পাঁচদিন পরে সে নানা ফিকির করে রাত্তিরে জানালা ভেঙ্গে চম্পট দিলে।

তারপর সরাইয়ে গিয়ে আমায় না দেখে সে কলকাতা চলে এলো।"

"খুব বাহাদুর তো! আপনার কত খরচা হল?"

"খরচা—তা হল বইকি? গশ্‌কে দিতে হল হাজার টাকা, তারপর আর সব খরচায় প্রায় পাঁচশো গেছে।"

"তাই তো! এতগুলো টাকা লোকসান গেল তা' হলে! ও নম্বরি নোট, হয়তো একদিন না একদিন ঘরে বসেই বিনা খরচায় ওর টাকা পেতেন। ব্রেসলেট জোড়া পাওয়া গেলে অবিশ্যি লাভ হত।"

"তা বটে, কিন্তু তার জন্য গশ্‌কে দোষ দিতে পারি না। সেও ভারী দুঃখ করে বললে, 'দু'দিন আগে সে খবর পেলে হয়তো সবই পাওয়া যেতো।' কিন্তু বাহাদুর সে খুব। যা' কাজ দেখেছি তার, এমন মানুষ পারে না। যখন যেটা বলেছে, সব ঠিক দাঁড়িয়েছে। ব্যাঙালোর যাবার আগেই সে বলেছে, 'আমরা গিয়ে হয়তো লোকটাকে দেখতে পাব না, সে আসবে দু'তিন দিন বাদে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' তাই হল। ট্রেণ থেকে হাজার-হাজার লোক নামে—তার ভিতর ওর চোখ কিন্তু ঠিক গিয়ে পড়লো এক দণ্ডে ঐ চোরটার উপর—যেন কত জন্মের চেনা লোক!"

"নিশ্চয় কোনও অলৌকিক শক্তি আছে লোকটার!" বললে নির্ম্মল।

রুদ্র বললে, "আমিও তাই বলেছিলাম তাকে, কিন্তু সে বললে ওসব কিছু নয়, সুধু অভ্যাসের ফল—psychic force বা যোগবল—যা অভ্যাস করলে যে কেউ পেতে পারে!"

"আহা! এই বিদ্যাটা পেলে কি না করতে পারি আমি! আমি তাঁর কাছে সাগরেদ হব। তাঁর ঠিকানাটা কি বলুন তো?"

"ঠিকানাটা আমার নেওয়া হয় নি। দেখা হবার পরই তো হুড়ো লেগে গেল, তখনই ছুটলুম সেই ব্যাঙালোর। তা' ঐ শ্রীমানী মশায়ের কাছে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন।"

"সত্যদাস শ্রীমানী—কোথায় থাকেন তিনি?"

"বোধহয় আহিরীটোলা কি কোথায়।"

"তিনি আপনার পুরোণো খদ্দের নন?"

"আজ্ঞে না, সেই দিনই এসেছিলেন মাত্র। এমন অনেক লোক আসে আমাদের দোকানে। অনেক ভদ্দর লোক অনেক-সময় বিপদে পড়ে হয় তো গয়না কি সোণা বেচেন, চেনা-জানা দোকানে যেতে চান না লজ্জায়, নতুন জায়গায় আসেন। তেমনি আর কি?"

"এ তো সুবিধার কথা নয় মশায়! এমনি করে চোরেও তো এসে চোরাই মাল বেচে যেতে পারে।"

একটু উত্তেজিত হয়ে রুদ্র বললে, "না মশাই—সে এখানে হবার জো নেই। ভদ্দর লোক ছাড়া কেউ এখানে আসতে সাহস করে না, তারা যায় তাদের চেনা-জানা লোকের কাছে,—সে সব আলাদা লোক।"

নির্ম্মল বললে, "যাক গে, একবার গশ্ সাহেবের আফিসটা দেখিয়ে দিতে পারবেন?"

"আফিস ঐ ড্যালহাউসি স্কোয়ারের পূবের একটা বাড়ীতে। আফিসে তো আমি যাই নি, তাঁকে ধরেছিলাম রাস্তায়। তা আমি আপনাকে তাঁর ঠিকানা দেব'খন। তিনি বলেছিলেন যে চোর ধরে আনবেনই মাসখানেকের মধ্যে। এলেই খবর পাবেন।"

নির্ম্মল রুদ্র মশায়কে নমস্কার করে বিদায় হল।

ছয়

গৌরীকান্তকে নির্ম্মল বললে, "আপনার বন্ধুর ছেলে পাওয়া গেছে।"

গৌরীকান্ত বললেন, "কোথায় পেলে?"

"পেয়েছে হুগলীর কাছে। আমি পাইনি, তাকে বের করেছে একজন ভারী ডিটেকটিভ্।"

"ভারী ডিটেকটিভ্? কে সে?"

"মিঃ গশ্! অবাক হচ্ছেন? নাম শোনেননি কখনও? কিন্তু তিনি হচ্ছেন একটি ইণ্টারন্যাশন্যাল ডিটেকটিভ্। আমেরিকার প্রসিদ্ধ হাগেনবাকীর সঙ্গে কাজ করে এসেছেন। অদ্ভুত তাঁর সমস্ত প্রক্রিয়া!"

"হাগেনবাকী! এ নাম তো কখনো শুনি নি।"

"শুনবেন কি করে? কুনো ব্যাঙ আপনারা, কি বা জানেন? কিন্তু তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ্। আপনি আমি ছাড়া সবাই তাঁর নাম জানে।" নির্ম্মল হাসলে।

গৌরীকান্ত বললেন, "ও, বুঝতে পেরেছি। তুমি এই হাগেনবাকীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। এবং গশ্ সাহেবের প্রতিও দেখছি তোমার বেশী আস্থা নেই! ব্যাপারটা একটু বিশদ করে বল দেখিনি?"

নির্ম্মল বিস্তারিত করে গশের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কথা যেমন শুনেছিল, তেমনি শোনালে গৌরীকান্তবাবুকে।

গৌরীকান্তবাবু শুনে খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, "তা এতে অবিশ্বাস করবার কি আছে? ওই হাগেনবাকী ও psychic force বা যোগবল প্রভৃতি বলে লোকটা আনাড়ি লোকের কাছে একটু আসর গরম করেছে শুধু। তাছাড়া এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?"

নির্ম্মল তাঁর সঙ্গে তর্ক করলে, শেষে বললে, "যাই বলুন, আমার ঠিক বিশ্বাস—গশ্টা সুধু ধাপ্পাবাজ নয়, জোচ্চোরও।"

হেসে গৌরীকান্ত বললেন, "আসল কথা তোমার হিংসে হচ্ছে। তা' নইলে আমার তো মনে হচ্ছে সুধু খানিকটা দোকানদারী ছাড়া বোধহয় গশের এসব কাজের ভিতর কোনও কারচুপী নেই।"

"কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে, চোরাই মাল যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলো বাজারে বেচে দাম পাবার সম্ভাবনা নেই। নবীনবাবুর পাওয়া গেল ছেলে। যার বাজার-দর কিছুই নয়। রুদ্র মশায়ের পাওয়া গেল হাজার টাকার নম্বরী নোট, যা ভাঙ্গাতে গেলে ধরা পড়বে আর যার দামটা খোয়া গেলে আদায় হবে সরকার থেকে। আর সবার ওপর এই একটি বিশেষত্ব যে গশ্ সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেল না কোথাও। যেখানেই তিনি গেছেন, এক রকম আকাশ থেকে পড়েছেন! আর গিয়েই তিনি অবিলম্বে সন্ধানে বেরিয়ে

গেছেন কলকাতা থেকে হুড়মুড় করে। রুদ্র মশায় তাঁর খোঁজে গিয়েছিলেন ড্যালহাউসী স্কোয়ারের আফিসে। কিন্তু আফিস পর্য্যন্ত তাঁর যেতে হল না। তাঁকে রাস্তায়ই পাওয়া গেল।

অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা গশ্‌ সাহেব দিয়েছেন নবীন বাবুকে। তিনি বলেন যে ডিটেকটিভের কাজ করতে গেলে, নিজেকে গোপন রাখাটা সর্ব্বাগ্রে দরকার। তাই তিনি তাঁর নাম-ঠিকানা কোথাও প্রকাশ্য ভাবে দেখান না। আর রাস্তায় ঘাটে যে ফেরেন, তাও প্রতি মুহূর্ত্তে চেহারা বদল করে এইজন্য যে যদি কেউ তাঁকে এক মূর্ত্তিতে চেনে, সে যেন তার নতুন মূর্ত্তিতে তাঁকে চিনতে বা সন্দেহ করতে না পারে।"

গৌরীকান্ত বললেন, "এ ব্যাখ্যাটাকে তুমি একেবারেই অসম্ভব মনে কর? ধর তুমি, তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হত ঐ রকম করা, তবে তোমার কাজে কত সুবিধা হয়! ওই যে তুমি গুরদিং আর বলেনকে ধরবার ফাঁদ পেতেছিলে, * তখন যদি ওই ড্রাইভারটা তোমায় চিনে না ফেলত, তবে তো তখনই তারা ধরা পড়ত। তুমি পুলিশের কর্ম্মচারী। তোমার পক্ষে নাম-ঠিকানা গোপন রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাইভেট ডিটেকটিভ্‌ তা করতে পারে, যদি তার কেস সংগ্রহ করবার দালাল থাকে এই শ্রীমানীর মত।"

নির্ম্মল বললে, "হুঁ। অসম্ভব বলছি না, কিন্তু খুব সম্ভব

* এই বিবরণ গ্রন্থকারের 'খুনের জের' বইয়ে দ্রষ্টব্য।

বলেও মনে হচ্ছে না। যাই হোক, গশ্ সাহেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাতের জন্যে আমি বড়ই লালায়িত। তাঁর ডিটেকটিভ্-বিদ্যাটা একবার নিজে দেখে যাচাই করে নিতে চাই।"

"দেখ, আমার মনে হচ্ছে, গশের উপর তোমার সন্দেহ হয় তো ঠিক নয়। বাইরে থেকে গোটাকয়েক অবস্থা দেখে তোমার মনে হয়তো গশের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু ডিটেকটিভ্ জীবনে এ তো দেখেছ, অনেক সময় যাকে সন্দেহ করে পিছু নিয়েছ, সে দাঁড়িয়ে যায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! ধরো না কেন সেফ ডিপজিট ব্যাঙ্কে চুরীর তদারক করতে গিয়ে * তুমি প্রথম যাদের যাদের সন্দেহ করেছিলে, তাদের তো নির্দ্দোষ বলে শেষে ছেড়ে দিতে হল! বিশেষ করে অতুল বোস ইঞ্জিনিয়ারকে। তার সম্বন্ধে তো তোমার সন্দেহ এক রকম দৃঢ় বিশ্বাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

নির্ম্মল বললে, "তা বটে!"

গৌরীকান্তবাবুর অধীনেই নির্ম্মল প্রথম চাকরী করেছিল, এবং তাঁর কাছেই বলতে গেলে তার হাতেখড়ি। নির্ম্মল তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করে, গৌরীকান্তও তাকে যথেস্ট ভালবাসেন। কোন একটা গুরুতর সমস্যা তার মনে এলে, সে গৌরীকান্তর সঙ্গে আলোচনা প্রায়ই করে। এবং প্রবীণ গৌরীকান্ত অনেক সময় তার উদ্দাম উৎসাহে এমনি করে লাগাম পরিয়ে থামিয়ে রাখেন।

---

* গ্রন্থকারের 'হারানো বই' দ্রষ্টব্য।

নির্ম্মল উঠে গেল গৌরীকান্তের কাছ থেকে তাঁর আপিসে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলে, একটা চুরীর অনুসন্ধানের জন্য তাঁর কাছে হুকুম এসেছে। চুরীটা হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত ধনকুবের রমাকান্তবাবুর বাড়ীতে।

রমাকান্তবাবুর দোতলার একটা আপিস-কামরায় দুটো বড়-বড় ষ্টীলের সেফ আছে। তার একটির ভিতর থাকে কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার বণ্ড, মর্টগেজ দলিল প্রভৃতি। আর একটির ভিতর থাকে বন্ধকী সোণা-রূপা জহরত।

একদিন রমাকান্তবাবু একটি সেফ খুলে দেখতে পেলেন যে, তার ভিতর থেকে একটা দলিলের বাক্স চুরী হয়ে গেছে। সেফ যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি আছে।

যে সেফ হতে চুরী হয়েছে, সেটা হচ্ছে কোম্পানীর কাগজ, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতির। রমাকান্তবাবু বাক্স দুটি নেই দেখে মহাব্যস্ত হয়ে দুটো সেফ খুলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেখলেন। কিন্তু ওই দলিলের বাক্স ছাড়া অন্য কোন জিনিষই চুরী যায়নি দেখা গেল। সে চোরাই বাক্সে ছিল পাঁচ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ আর তিন লক্ষ টাকার বন্ধকী দলিল।

চুরীর বিবরণ যতদূর পুলিশ-রিপোর্টে প্রকাশ হয়েছে, তা পড়ে নির্ম্মল গভীর ভাবে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ ভেবে সে রমাকান্তবাবুকে টেলিফোন করলে।

রমাকান্তবাবুর বাড়ীর একটি লোক টেলিফোন ধরলেন।

নির্ম্মল তাকে বললে, "আমি রমাকান্তবাবুর সঙ্গেই কথা বলতে চাই।"

লোকটা বললে, "আপনি কে?"

"সে পরিচয় তাঁর কাছে দেব।"

রমাকান্তবাবু টেলিফোন ধরলেন। নির্ম্মল তাঁকে তার কথা বলে আপিস থেকে বেরিয়ে গেল।

সাত

রমাকান্তবাবু তাঁর দোতলার একখানি বসবার ঘরে বসে-ছিলেন আহারাদির পর। দারোয়ান সীল-করা একখানা খাম এনে দিল।

খুলে তিনি দেখতে পেলেন, তার ভেতর একখানা বড় কার্ডে নাম লেখা রয়েছে, এন্, কে, দেশাই। তার পৃষ্ঠে ডিটেকটিভ্ পুলিশ-আফিসের সীল।

রমাকান্তবাবু লোকটিকে ডেকে তাঁর নীচের ঘর, যেখানে সেফ দুটি ছিল, সেখানে নিয়ে গেলেন। তারপর দোর বন্ধ করে তিনি দেশাইয়ের কাছে তার নিদর্শন দেখতে চাইলেন।

দেশাই তার বুকের পকেট থেকে একখানা খাম বের করে ডিটেকটিভ্-ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী-কমিশনারের স্বাক্ষরিত একখানা পত্র দেখালে। তারপর সে ঘরটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। দুটি সেফই বেশ বড়, শক্ত এবং ভাল। বাইরে থেকে দেখে দুটোর ভিতর কোন তফাৎ বোঝা যায় না।

তাছাড়া দেখা গেল যে ঘরটি বেশ সুরক্ষিত। সবগুলি দরজাই শক্ত এবং জানালায় মোটা লোহার গরাদে দেওয়া। সামনের দরজায় খুব ভারী একটা তালা দেওয়া থাকে। তাছাড়া তাতে গা-তালা দেওয়া আছে।

অনুসন্ধানে জানা গেল, যে এ সেফ দুটির চাবী রমাকান্ত-বাবুর নিজের কাছে থাকে এবং কখনও ওই সেফ খোলবার দরকার হলে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁর কাছ থেকে চাবী নিয়ে খুলে থাকে। অবশ্য তখন তিনি ঘরেই বসে থাকেন। তিনি ঘরে না থাকতে সেফ কেউ খুলতে পায় না।

প্রাইভেট সেক্রেটারী সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সে একটি অল্পবয়স্ক যুবক—শর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্ট। ছ'মাস হল এ চাকরীতে ভর্ত্তি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন কথাই জানা নেই। তা ছাড়া রমাকান্তবাবুর সাক্ষাতে ছাড়া কখনও সে সেফ খোলবার জন্য চাবী পায় না।

দেশাই জিজ্ঞেস করলে, "আপনার দুটো সেফই কি সে খুলে থাকে ?"

রমাকান্তবাবু বল্লেন, "না, গয়না-পত্তরের সেফটা সে কখনও খোলেনি এ পর্য্যন্ত। তাছাড়া এটা কম্বিনেশন সেফ। এ খুলতে যে সব adjustment বা ব্যবস্থা করতে হয়, সেগুলো একটু গোলমেলে। আমি কিম্বা আমার ছেলে ছাড়া কেউ করতে পারে না।"

দেশাই তারপর সেফটির চাবি ভাল করে পরীক্ষা করলে। দেখা গেল, এটা খোলবার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র চাবী ব্যবহার করতে হয়; কিন্তু একটি master-key বা প্রধান চাবী আছে, তা দিয়ে তিনটে চাবীরই কাজ হয়।

দেশাই জিজ্ঞেস করলে, "আপনি যখন ঘরে থাকেন না, তখন সব সময়েই কি দরজায় তালা বন্ধ থাকে ?"

"না, দিনের বেলায় অনেক সময় খোলা থাকে। ওই সামনে দারোয়ানরা থাকে আর লোকজন সর্ব্বদাই থাকে। কাজেই রাত্তিরে ছাড়া দরজা বন্ধ করা বিশেষ দরকার হয় না।"

চারিদিক খুব ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে দেশাই বল্লে, "দেখুন, এ কেসটা ভারী শক্ত মনে হচ্ছে। আমি এর অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করব ; কিন্তু আপনি একথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না যে আমি একজন পুলিশের লোক, অথবা এই ব্যাপারের তদন্ত করতে এসেছি। আমি আপনার অধীনে একটি চাকরী নেব। আমি হব আপনার কনফিডেন্শিয়াল ক্লার্ক। আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীর অধীনে আমি কাজ করব। আর আপনার বাড়ীতেই একটি ঘর দেবেন আমায় থাকবার জন্য। কিন্তু কোনক্রমেই যেন প্রকাশ না হয় যে আমি পুলিশের লোক। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন এ-কথা জানতে না পারে।"

রমাকান্তবাবু একটু ভেবে এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন, এবং দেশাই তখনি একটি ঘর দখল করে বসল।

প্রাইভেট সেক্রেটারী যতীনকে ডেকে তিনি বল্লেন, "এই লোকটি তোমার অধীনে কাজ করবে। একে কাজকর্ম্ম শিখিয়ে নাও।"

প্রাইভেট সেক্রেটারী যতীনবাবু বেশ সৌখীন লোক।

ইংরিজী পোষাক-পরা, এবং বেশীর ভাগ ইংরিজীতেই কথা কয়।

সে দেশাইকে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি হঠাৎ এখানে কাজ বাগালেন কি করে ?"

দেশাইএর বেশভূষা দীন-দরিদ্রের মত। একটি আধ-ময়লা ধুতির ওপর একটা জীর্ণ সার্ট ও কোট এবং পায়ে একজোড়া ধূলি-মলিন মারাঠি চটি। তার মাথায় একটা সাধারণ ফেল্টের টুপি। সেও মলিন এবং জীর্ণ। গোঁফদাড়ীতে নাপিতের স্পর্শ নেই।

দেশাই বললে, "আমি ভারী গরীব। কলকাতায় নিরাশ্রয় হয়ে এসে পড়েছি। বলতে গেলে উনি দয়া করে আমাকে পেট-ভাতায় চাকরীটি দিয়েছেন।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছেন ?"

"যৎসামান্য, তবে ইংরিজী বলতে ও লিখতে পারি। আর টাইপ করতে পারি।"

যতীন তখন তার কাছে কতকগুলি ফাইল বের করে দিয়ে কয়েকখানা চিঠি টাইপ করতে দিলেন।

চিঠিগুলো লেখা হয়ে গেলে দেশাই বললে, "কর্ত্তা বলছিলেন, ওঁর বসবার ঘরের ওপর সর্ব্বদাই নজর রাখতে। ওঘরে নাকি একটা জবর চুরী হয়ে গেছে। কি চুরী হয়েছে ?"

"বিশেষ কিছু নয়। কতকগুলো দলিলপত্র।"

"চুরীর সন্ধান কিছু হয়নি, না ?"

যতীন বললে, "সন্ধান হবে কোত্থেকে? সিন্ধুক যেমন বন্ধ তেমনি আছে। তার ভেতর থেকে বাক্স নেই। কোনও trace বা চিহ্ন নেই।"

"তাই নাকি? দেখুন আমার বিশ্বেস একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ্‌ দিয়ে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে ভাল হয়। শুনেছি একজন নাকি ভারী ওস্তাদ ডিটেকটিভ্‌ এসেছেন কলকাতায়। গশ্‌ না কি নাম! তাঁকে দিয়ে খোঁজ করলে হয়ত ধরা পড়তে পারে!"

যতীন এক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেশাইএর মুখের দিকে চাইলে। তার পরই সহজ দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে, "কে গশ্‌ সাহেব? আপনি চেনেন তাঁকে?"

"না আমি চিনি না। তবে শুনেছি দু'একজনের কাছে।"

যতীন বললে, "দেখুন, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এই চুরী সম্বন্ধে কোন আলোচনা কেউ করে, এটা কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। তিনি শুনতে পেলে হয়ত আপনার চাকরী যেমন হঠাৎ হয়েছে, তেমনি হঠাৎ যাবে।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা যতীন যখন বাড়ী চলে গেল, তখন রমাকান্তবাবু পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে দেশাইকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বসবার ঘরে।

দেশাই জিজ্ঞেস করলে, "কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ্‌ কি আপনার কাছে এসেছিল এই চুরী সম্বন্ধে?"

রমাকান্তবাবু কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেশাইএর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "আপনি কি করে জানলেন?"

দেশাই হেসে বললেন, "আমার অনুমান যে গশ্‌ সাহেব নামে কোন ডিটেকটিভ্‌ হয় এসেছেন, না হয় শীগ্‌গিরই আসবেন এই চুরীর তদন্ত করতে। তিনি খুব ওস্তাদ ডিটেকটিভ্‌। আমেরিকায় হাগেনবাকীর কাছে শিক্ষিত, এবং কয়েকটা খুব শক্ত কেসের কিনারা করে দিয়েছেন খুব আশ্চর্য্য রকম!"

রমাকান্তবাবু বললেন, "গশ্‌! গশ্‌ তো নয়! রামলাল সিং। অন্ততঃ এও আমেরিকা-ফেরৎ, এবং হাগেনবাকীর শিষ্য। কিন্তু একথা কারও জানবার কথা নয়। খুব গোপনীয়। সে বিশেষ করে বলেছে যে কেউ, এমন কি পুলিশের লোকও যেন তার কথা জানতে না পারে। জানলে কাজ পণ্ড হবে।"

"পুলিশের লোকের ওপর তাঁর একটা অহেতুক সন্দেহ আছে জানি। কিন্তু আমি তাঁর admirer—একজন গুণমুগ্ধ মাত্র। তাঁর কাজে কোন রকম বিঘ্ন আমি করতে চাই না। বরং তাঁর কাজ দেখে কিছু শিক্ষালাভ করতে চাই। শুনেছি তিনি আবার কাউকে শেখাতে একেবারে নারাজ। তা বেশ হয়েছে। আপনি তাঁকেও জানতে দেবেন না আমার কথা। আমি এমনি আড়াল থেকে তাঁর বিদ্যে শিখে নেব।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "সে ভাল। যাকগে, এখন আপনি দেখেশুনে কি স্থির করলেন? কোন clue, মানে সূত্র পেয়েছেন?"

"বোধহয় পেয়েছি। কিন্তু আগে থাকতে আপনাকে জানাতে চাই না। হয়ত আমার অনুমান ভুল হুতে পারে।"

"আপনার কি মনে হয়? চোর বাইরের লোক, না ঘরের লোক?"

দেশাই বললে, "ঘরেরই লোক, এবং সম্ভবতঃ চোরাই মাল আপনার বাড়ীতেই আছে। এখানে বসে-বসেই হয়ত তা পাওয়া যাবে।"

একটু বিস্মিত হয়ে রমাকান্তবাবু বললেন, "আপনার অনুমান সত্যি কি মিথ্যা বলতে পারি না। কিন্তু রামপাল সিংএর কথার সঙ্গে আপনার কথা মিলে যাচ্ছে। তিনিও বলেছেন যে চোরাই মাল নিশ্চয়ই এই বাড়ীতেই আছে। কিন্তু আপনি কেন একথা বলছেন একটু জানতে পারি কি?"

"সোজা কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনার বাড়ীর এই উঁচু ঘেরা প্রাচীর আর ফটকের এই পাহারা ভেদ করে হঠাৎ যে চোর অতবড় বাক্স নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে, এরকম মনে করবার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ দিনের বেলায়।"

"দিনের বেলায় যে নিয়েছে তা কি করে বুঝলেন?"

"কেন না, রাত্তিরে ঘরে তালা থাকে এবং সে তালা খোলা হয়নি।"

"সে তালা খোলা হয়নি বলছেন কেন?"

"এটা আমার অনুমান। এর কারণটা এখন নাই বললাম।"

তারপর দেশাই বললে, "আপনার সেফের চাবীটা একবার দেবেন ?"

রমাকান্তবাবু চাবী বের করে দিলেন। দেশাই তা নিয়ে সেই সেফটির কাছে গেল। চাবী খুললে। এবং তারপর সেফটি আবার বন্ধ করে চাবী রমাকান্তবাবুকে ফিরিয়ে দিলে। সেফের কপাট সে খোলেনি।

রমাকান্তবাবু সমস্ত সময় তার দিকে চেয়েই ছিলেন।

রমাকান্তবাবু বললেন, "কি করলেন ? সিন্ধুক তো খুললেনই না !"

হেসে দেশাই বললে, "নাঃ খুলিনি, কিন্তু চোরের ঠিকানা বোধহয় পেয়ে গেছি !"

"কেমন করে ?"

"সেকথা আমাকে এখন জিজ্ঞেস করবেন না। পরে সব বলব।"

আট

গৌরীকান্তবাবুর কাছে হঠাৎ দেশাই এসে নমস্কার করে একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলায় বললে, "নোমস্কার, ভালো আছেন বাবু ?"

গৌরীকান্তবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কে তুমি ?"

হেসে দেশাই বললে, "চিনতে পারলেন না বাবু ? এতদিন আপনার সঙ্গে কাজ করলাম !"

এইবারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে গৌরীকান্ত বললেন, "ও বাবা, খুব ভোল ফিরিয়েছ তো ? কি ব্যাপার ?"

দেশাই ওরফে নির্ম্মল হেসে বললে, "রমাকান্তবাবুর বাড়ীর চুরীর তদারক করছি। ভারী সুবিধে হয়েছে। এবার গশ্ সাহেবের সঙ্গে কাজ করতে পারব।"

গৌরীকান্তবাবু বললেন, "গশ্ সাহেব ? সেকি এখানেও জুটেছে নাকি ?"

নির্ম্মল বললে, "হ্যাঁ।"

"সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?"

"এখনো হয়নি। কেননা তিনি অত্যন্ত গোপনে আছেন। পুলিশের কাছে বা অন্য লোকের কাছে তাঁর অস্তিত্বের পরিচয় দেওয়া একেবারে মানা। তাছাড়া তিনি এখন মিঃ রামপাল সিং। আমি আজকালের মধ্যেই তাঁর সাক্ষাৎ পাব বলে ভরসা করছি।"

গৌরীকান্তবাবুর কাছ থেকে বেরিয়ে নির্ম্মল গেল একটা কামারশালায়, সেখান থেকে সে তার আফিসে গেল।

আফিসের কাজকর্ম্ম সেরে সে বিকেল বেলায় আবার সেই কামারশালা হয়ে রমাকান্তবাবুর বাড়ী ফিরে এসে নিশ্চিন্ত মনে একখানা চিঠি টাইপ করতে লাগল।

রমাকান্তবাবু যথাসময়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সে গিয়ে তাঁকে বললে, "একটা কাজ করতে হবে। যতীনবাবুকে আপনি আজই কাশী পাঠিয়ে দিন, আপনার জন্যে একখানা বাড়ী ঠিক করতে।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "আমার তো কাশী যাবার কোন দরকার নেই।"

"কিন্তু যতীনবাবুর যাওয়াটা বিশেষ দরকার। তা না হলে চুরীর তদন্ত ঠিক করতে পারছি না।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "কথাটা আমাকে আর একটু খোলসা ক'রে না বললে আমি রাজী হতে পারছি না। যতীন না থাকলে আমার একটু অসুবিধা হবে। কেন আপনি তাকে সরাতে বলছেন ?"

নির্ম্মল একটু ভেবে বললে, "নিতান্তই জানতে চান আপনি ? তবে দেখুন," বলে সে পকেট থেকে একটা চাবী বের করল, তাই দিয়ে সেফটা খুলে ফেললে।

রমাকান্তবাবু ভীষণ চমকে গিয়ে তাঁর চাবীর গোছাটা বের করে দেখলেন যে, সেফের মূল চাবী তাঁর কাছেই আছে। তিনি

একেবারে চক্ষু বিস্ফারিত করে নির্ম্মলের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি ও চাবী পেলেন কোথায় ?"

নির্ম্মল বললে, "সে কথা দয়া করে এখন জিজ্ঞেস করবেন না।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "আপনি বলতে চান, যে যতীনও অমনি করে আমার কাছে চাবী নিয়ে একটা চাবী তৈরী করে তাই দিয়ে কাগজপত্র বের করে নিয়েছে ?"

"সেই বের করেছে না অন্য কেউ করেছে, তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারছি না। কিন্তু চাবী সেই গড়িয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"তবে ওকে গ্রেপ্তার না করে আপনি সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন ?"

"গ্রেপ্তার করলে আসল চোরের সন্ধান হবে না। এখনও আমার তদারকের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়নি। উনি এখানে থাকলে হয়ত তাতে বিঘ্ন হতে পারে। সেইজন্য চার-পাঁচ দিনের জন্য ওঁকে সরান দরকার। আর খুব তাড়াতাড়ি সরাতে হবে। যেন যাবার আগে উনি কাউকে কোন খবর দিতে না পারেন।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "আচ্ছা।"

সেফের আরও সব চাবী তৈরী হয়ে গেছে জানতে পেরে তিনি তৎক্ষণাং তার ভিতর আর যে সব কাগজপত্র ছিল, তা অন্য সেফে সরিয়ে ফেললেন।

তারপর একটু চুপ করে ডুন-এক্সপ্রেস ছাড়বার ঠিক এক ঘণ্টা আগে রমাকান্তবাবু যতীনকে ডেকে বললেন, "ওহে, সপরিবারে কাশী গিয়ে কিছুদিন থাকব ঠিক করেছি। তুমি আজই যাও। সেখানে একখানা ভাল বাড়ী ঠিক করে এস।"

যতীন বললে, "আজই স্যর ?"

"হ্যাঁ, আজই যেতে হবে। নইলে আমার সব প্রোগ্রাম ওলট-পালট হয়ে যায়। তুমি আমার গাড়ী নিয়ে যাও। এক-ঘণ্টা বাদে ডুন-এক্সপ্রেস ছাড়বে, সেই গাড়ীতে যাও। এর ভিতর যেখানে যেতে হয়, যাবে। মোদ্দা আজকে ডুন-এক্সপ্রেসে যাওয়া চাই।"

খানিকক্ষণ মাথা চুলকে যতীন অবশেষে বললে, "আচ্ছা স্যর !"

গাড়ী তৈরী হয়ে এল। তাতে ড্রাইভারের সঙ্গে ছিল একটি দারোয়ান।

যতীন গাড়ী নিয়ে গেল প্রথম তার বাসায়, তারপর সে গাড়ী নিয়ে গেল বড়বাজারের একটা গলির ভিতর। তার দুধারে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তেতলা-চারতলা বাড়ী। তারই একটায় যতীন উঠে গেল।

অনেকক্ষণ পর সে ফিরে এল তার সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। ভীষণ ট্যারা, আর মুখটা একটু বেঁকা। লোকটির কাছে বিদায় হয়ে যতীন এসে গাড়ীতে উঠল। দারোয়ান তখন নেমে গেছে।

দারোয়ানটিকে যতীন এতক্ষণ মোটেই লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্য করলে তার হয়ত খেয়াল হত, যে দারোয়ানটি নতুন—অর চেনা নয়।

খানিকদূর গিয়ে যতীনের খেয়াল হল যে গাড়ীতে দারোয়ান নেই। এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সে কথা সে খেয়াল করেনি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার সঙ্গে যে দারোয়ান ছিল, সে গেল কোথায়?"

ড্রাইভার বললে, "বড়বাজার থেকে তাকে কি জিনিষ কিনতে পাঠিয়েছেন কর্ত্তা। তাই সে নেমে গেল।"

যতীন আর কোন প্রশ্ন করলে না। সে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়ে ডুন-এক্সপ্রেস ধরলে।

নয়

দারোয়ান সেখানে গাড়ী থেকে নেমে, সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পেছনে খানিকটা দূরে-দূরে থেকে চারতলা পর্য্যন্ত গেল। সেখানে পাঞ্জাবীটি একবার মুখ ফেরাতে সে দেখতে পেল যে তার ট্যারা চোখ আর নেই—বেশ সোজা হয়ে গেছে! চারতলার একটি ঘরে ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

দারোয়ান তারপর সেখান থেকে চলে এল। তার একঘণ্টা পরে দেশাই রমাকান্তবাবুর বাড়ীতে ফিরে এসে যতীনের ঘরে গিয়ে বসল।

যতীনের ঘরের চারিদিক সে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে। এ ঘরের একটি দরজা ছিল রমাকান্তবাবুর সেই বসবার ঘরের দিকে। আর একটি বাড়ীর সামনের হল্ বা সিঁড়ি-ঘরের দিকে। একটি জানালা ছিল বাগানের দিকে, আর একটি দরজা দিয়ে পাশে ছোট একটি বাথরুমে যাবার পথ ছিল।

বাথরুমের ভিতর থেকে বাইরে যাবার কোন দরজা ছিল না। তিনদিকের দেওয়ালে তিনটি উঁচু জানালা ছিল। তাতে কাঁচের স্লাইডিং ডোর লাগানো ছিল। সেই জানালা মাপজোক নিয়ে নির্ম্মল অনেকক্ষণ অভিনিবেশের সহিত

তা পরীক্ষা করলে। তারপর সে তার ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ বসে বিষয়টার ধ্যান করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর উঠে সে রমাকান্তবাবুর বসবার ঘরের দিকের দরজাটা ভাল করে পরীক্ষা করলে। দরজাটি অপর দিক থেকে বন্ধ ছিল।

নির্ম্মলের সন্দেহ রইল না যে, কোন ফাঁকে যতীন রমাকান্তবাবুর ঘরের ভিতর গিয়ে এ দরজার ছিটকানিটি খুলে রেখেছিল, এবং তারপর রমাকান্তবাবু যখন ঘরে ছিলেন না, সেই সময় গিয়ে deed boxটি বের করে দিয়েছিল। তার অনুমান হল যে, তার কোন সঙ্গী বা অনুচর বাইরে থেকে ওই বাক্সটি ধরে নিয়ে সরিয়ে ফেলেছিল। সে অনুচর খুব সম্ভবতঃ বাইরের লোক নয়।

নির্ম্মল অন্ধকার ঘরে বসে-বসে ভাবছে। তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। হঠাৎ সে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল।

জানালার নীচে দাঁড়িয়ে একটা লোক পাশের জল নামবার লোহার নালিতে আস্তে-আস্তে ঠং-ঠং করে তিনটে টোকা দিলে। নির্ম্মল উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিছুক্ষণ বাদে আবার সেই তিনটে টোকা!

নির্ম্মল সাবধানে বাথরুমের ভেতর গিয়ে নিঃশব্দে সেই জানালার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। সে দেখতে পেল, অন্ধকারের ভিতর একটা লোক উপরের জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট আলোকে তার মুখ বা চেহারা কিছু চেনা যায় না।

খুব দ্রুতভাবে চিন্তা করতে-করতে নির্ম্মল সে স্থান থেকে নেমে এল। তারপর সে বাগানের দিককার জানালাটা খুলে নিজে ছায়ার ভিতর থেকে, একটা সুতো নামিয়ে দিলে ঠিক সে লোকটা যেখানে ছিল তার গায়ের উপর। লোকটা সে সুতো তার গায়ে স্পর্শ করবামাত্র তাতে কি একটা বেঁধে দিয়ে সরে গেল!

নির্ম্মল সুতোটা সট্ করে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং মুহূর্ত্ত পরে একটা সুইচ টিপে দিতে বাগানের সেই দিককার আলোটা জ্বলে উঠল।

তখন সে অন্ধকার ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে দেখতে পেল একটা মালী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে লনের উপর দিয়ে তাদের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

বাগানের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে নির্ম্মল তারপর সেই সুতোর সঙ্গে বাঁধা জিনিষটি বের করে দেখলে একখানা চিঠি।

চিঠিতে লেখা আছে—"দুদিন দেরী হবে। ঘরে টিক্‌টিকি।"

নির্ম্মল বুঝতে পারল যে হয়ত আজই কোন একটা কিছু করবার বন্দোবস্ত ছিল, সেটা দুদিনের জন্য মুলতুবী হল। সে আরও বুঝল যে যতীন হয়ত বুঝতে পারেনি, কিন্তু যে এই চিঠি পাঠিয়েছে, সে টের পেয়েছে যে, ডিটেকটিভ্ পুলিশ এ বাড়ীতে এসেছে, এবং দেশাই যে ডিটেকটিভ্ একথাও হয়ত জেনেছে। যতীনকে এই খবর দেবার জন্য এই চিঠিখানা

পাঠানো হয়েছে—সম্ভবতঃ যতীন বেরিয়ে যাবার আগে। যে লিখেছে এবং যে এই চিঠি এনে দিয়েছে, তারা ভাগ্যক্রমে জানেনা যে যতীন এখন এ-ঘরে নেই।

নির্ম্মল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেউড়ীর কাছে একটি মালী বসেছিল তাকে বললে, "যা তো, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আয়!"

লোকটা পয়সা নিয়ে সিগারেট আনতে বেরিয়ে গেল। তারপর নির্ম্মল ধীরে-সুস্থে রাস্তায় বেরোল।

ধীরে-ধীরে চলতে-চলতে সে পথে তার প্রেরিত সেই মালীকে ইসারা করে তার সঙ্গে চলে গেল একটা গলির ভিতরে এক বাড়ীতে।

সেখানে বসে নির্ম্মল মালীকে বললে, "কিছু খবর আছে?"

এ মালীটি সেইদিন সকালেই নিযুক্ত হয়েছে। নির্ম্মলের উপদেশ অনুসারে আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি মালী হঠাৎ ছুটী নিয়ে যাওয়ায়, পরের দিন সকালে রমাকান্তবাবু দেশাইকে বললেন, "ওহে দেশাই, একটা মালী খুঁজে আনতে পার তাড়াতাড়ি? আমার ভাল লোকটা চলে গেছে।"

"কেন পারব না হুজুর!" বলে দেশাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। এবং দুঘণ্টা বাদে এই মালীকে এনে নিযুক্ত করে গেল। বলা বাহুল্য, মালীটি ডিটেকটিভের লোক।

মালী বললে, "খবর বেশী কিছু নেই। তবে একটু সন্ধানে আছি। একটা মালী বাইরে এক বাবুর সঙ্গে আজ সকালে

দেখা করেছিল। তারপর বিকেল বেলায় সেই বাবু তার কাছে আবার এসেছিল।"

নির্ম্মল তাকে বললে, "কিছুক্ষণ আগে সেই মালীটিই বোধহয় যতীনবাবুর ঘরের নীচে এসেছিল!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই দিকেই আমি যেতে দেখেছি। তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন আর তাকে দেখতে পেলাম না। তারপর যখন বাতি জ্বলে উঠল, তখন দেখতে পেলাম, সে ওদিক থেকে চলে আসছে।"

"ঠিক ওই মালীটির ওপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু সাবধান, হয় আমি, নয় তুমি, কিম্বা দুজনেই যে ডিটেকটিভ্—সেটা ওরা টের পেয়েছে। আর দেখ, বাক্সটা যতীনের ঘরের জানলা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেছে। বাড়ীর সামনের দিকে তারা তা নিয়ে আসেনি নিশ্চয়। পেছন দিক্ দিয়ে কোনো জায়গায় নিয়ে সেটা লুকিয়ে রেখেছে। জায়গাটা খুঁজে বের করতে হয়। যাও।"

তারপর তারা দুজনে স্বতন্ত্রভাবে বেরিয়ে আস্তে-আস্তে বাড়ী ফিরে গেল। দেশাই আসতে মালী তার হাতে এক প্যাকেট সিগারেট ও ফিরতি পয়সা দিয়ে দিল।

এরপর তার নিজের ঘরে এসে নির্ম্মল একটি সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বসে ভাবলে, "যাক, দুটো দিন সময় পাওয়া গেছে। এর ভিতরে একটা কিনারা হবেই।"

পরের দিন সকালে রমাকান্তবাবু তাঁর আফিস-ঘরে এসে তাঁর এক বেয়ারাকে বললেন, "দেশাইকে ডাক।"

দেশাই অত্যন্ত কাঁচুমাচু মুখে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

রমাকান্তবাবু বললেন, "একখানা দলিল দিয়েছিলুম নকল করতে। সে দলিলখানার নকল হয়েছে?"

আমৃতা-আমৃতা স্বরে দেশাই বললে, "আ—জ্ঞে—হাঁ!"

"নিয়ে এসো।"

দেশাই দলিলখানা এবং তার যে নকল করেছিল, সেই দুটো কাঁপতে-কাঁপতে নিয়ে এলো।

দেখা গেল যে দলিলখানির উপর একটি আস্ত কালির দোয়াত উপুড় হয়ে তার বেশীর ভাগটাই কালিতে ঢেকে গেছে। আর যে নকল দেশাই করেছে, তার আদ্যোপান্ত ভুলে বোঝাই।

রমাকান্তবাবু তা দেখে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং একঘর লোকের সামনে দেশাইকে ইংরিজী, বাংলা ও হিন্দী নানাপ্রকার গালিগালাজ দিয়ে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

দেশাই মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল।

রমাকান্তবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে নির্ম্মল ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় তার সেই ডিটেকটিভ্-মালী এসে একটি লোককে দেখিয়ে তার কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি বলে চলে গেল।

নির্ম্মল কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা ট্রামে উঠে বসল। তার ঠিক আগেই সেই লোকটি ট্রামে উঠেছিল।

নির্ম্মল তাকে নমস্কার করে বললে, "ভাল আছেন শ্রীমানী মশায় ?"

সে লোকটি চম্‌কে উঠে বললে, "কে আপনি ?"

নির্ম্মল বললে, "চিনতে পারছেন না ? তা আপনি কেমন করে চিনবেন ! আমি রুদ্র কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী। সেই চুরীর পরের দিন আপনি গিয়েছিলেন, মনে নেই ? আপনি আমাদের ভারী উপকার করেছেন।"

লোকটা এতক্ষণে হেসে বললে, "ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। তা রুদ্র-মশায় ভাল আছেন বেশ ?"

"আজ্ঞে।"

দশ

রমাকান্তবাবুর নিষেধ-সূচক টেলিগ্রাম পেয়েই যতীনবাবু কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি আসবামাত্রই গশ্ সাহেবের নিযুক্ত মালী নিভৃতে তাঁকে বললে, "টিকটিকি বিদায় হয়েছে। আজই কাজ সেরে ফেলতে হবে।"

তার ঘণ্টাখানেক পর রামপাল সিং এসে রমাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করে বললে, "আমি আশা করছি আজই আপনার কেস্ কিনারা করতে পারব।"

রমাকান্তবাবু একটু গুপ্ত কৌতুকের সহিত বললেন, "দেখবেন সাহেব, আমার দলিলগুলো যেন সব পাই!"

গশ্ বললে, "আলবাৎ! আমি এপর্য্যন্ত কোন কেস্ করিনি যেখানে মাল না উদ্ধার হয়েছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাকে একটু আড়ালে যেতে হবে।"

এই বলে গশ্ সাহেব দেউড়ীতে গিয়ে দারোয়ানের ঘরের ভিতর দরজার আড়ালে ওৎ পেতে বসে রইলেন। তার একটু পরেই তার মালীটি এক চুপড়ী বাগানের আগাছা ময়লা প্রভৃতি নিয়ে চলল বাইরে ফেলে দেবার জন্য। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাঁশী বাজলো—তা কেউ লক্ষ্য করলে না।

রামপাল সিং লাফিয়ে এসে মালীর চুপড়ী ধরে ফেললে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে লোকটা ছুটে পালাল।

রামপাল এবার তার সঙ্গী করে নিয়ে এসেছিল আমাদের পরিচিত শ্রীমানী মশায়কে। রামপাল শ্রীমানীকে বললে, "পাকড়ো!"

শ্রীমানী তখনি মালীর পিছু-পিছু ছুটলো।

রামপাল উন্মত্তের মত সেই চুপড়ী উজাড় করে তার ভিতর থেকে বাক্স বের করে মহা উল্লাসে বললে, "পেয়েছি!"

রমাকান্তবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তখন দেউড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর পিছু-পিছু এসেছিল যতীন। রামপাল তাঁকে বললে, "এই নিন স্যার, আপনার বাক্স।"

রমাকান্তবাবু খুব উল্লসিত ভাবে বললেন, "বেশ।" তারপর একটু হেসে বললেন, "কিন্তু এর ভিতর দলিলগুলো আছে তো?"

রামপাল বললে, "যাবে কোথায়? তালাবন্ধ রয়েছে। খুলে দেখুন না!"

রমাকান্তবাবু চাবী বের করে বাক্স খুললেন। তখন রামপাল মাথায় হাত দিয়ে বললে, "অ্যাঁঃ।"

যতীন ঝুঁকে পড়ে ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে বললে, "সেকি! কোথায় গেল?"

রমাকান্তবাবুর মুখে ভেসে উঠল একটা অদ্ভুত হাসি। তিনি হেসে বললেন, "অদ্ভুত! না যতীন? তুমি যখন বাক্সটা তোমার ঘরের জানলা দিয়ে বের করে দিয়েছিলে তখন তো এর ভিতরেই সব দলিল ছিল, না?"

যতীনের সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। সে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, "আজ্ঞে আমি—"

"হ্যাঁ তুমি!" বলে রমাকান্তবাবু তার গালে ঠাঁই করে এক চড় মেরে তাঁর দারোয়ানকে বললেন, "পাকড়ো ইস্‌কো!"

তারপর রামপাল সিংকে তিনি বললেন, "তারপর মিঃ সিং, মাল তো পাওয়া গেল না। চোরও তো আপনি ধরলেন না। এখন পুরস্কারের কথা কি?"

রামপাল সপ্রতিভ ভাবে বললে, "আমি তো ঠিকই ধরেছিলাম, কিন্তু শয়তানী করে চোর বাক্স থেকে কাগজগুলো সরিয়েছে। তা সেজন্য চিন্তা করবেন না, আমি তাও বের করে দেব। পুরস্কার পরেই দেবেন।"

রমাকান্তবাবু গেটের বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, "আজ্ঞে না, আপনার পুরস্কারও এখুনি নগদ-নগদ হবে।"

তিনি এই কথা বলতে-বলতে নির্ম্মল রামপালের পেছন থেকে এসে তার কোটের কলার চেপে ধরে তাকে গ্রেপ্তার করলে। তারপর গেটের ভিতর প্রবেশ করলেন একজন ইন্‌স্পেক্টর, একটি পুলিশ জমাদার ও চারটি কনষ্টেবল। তাদের সঙ্গে হাতকড়ি-দেওয়া শ্রীমানী ও পলাতক মালী।

নির্ম্মল এই ইন্‌স্পেক্টর ও দলবল নিয়ে গেটের দু-দিককার দুটি বাড়ীতে অপেক্ষা করছিল। সময় মত ইঙ্গিত করবার জন্য ডিটেকটিভ্-মালী একটি বাঁশী বাজাতেই

তারা সবাই বেরিয়ে এল। সেই সময়ে পলায়মান মালী ও তার পিছু-পিছু শ্রীমানীকে ছুটতে দেখে তারা তাদের গ্রেপ্তার করল।

এমনি করে এখানকার সব আসামী ধরে নিয়ে নির্ম্মল ও পুলিশের লোক গেল বড়বাজারের সেই ঘরে। সেখানে পুলিশ পাহারা মোতায়েন ছিল। এঁরা গিয়ে সে ঘর খুলে খানাতল্লাসী করলে।

ঘরটার সাজগোজ দেখে বোঝা যায় যে, সে একটা অর্ডার-সাপ্লাইয়ের আফিস্। এখানে থাকে-থাকে কতকগুলো নতুন কাপড়, গেঞ্জী, জামা প্রভৃতি নানা জিনিষ সাজানো ছিল। বাস্তবিক এখান থেকে মিঃ গশ্ ওরফে বাঞ্ছারাম ঘোষ মফঃস্বলের কারবারীদের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করতেন।

খানাতল্লাসী করে এর ভিতর অনেক কাগজপত্র ও বিস্তর চোরাই মাল পাওয়া গেল। মিঃ গশের ডিটেকটিভ্ এজেন্সি এবং অর্ডারসাপ্লাই কাজ ছাড়াও আর-একটি ব্যবসা প্রকাশ পেল। সেটি কতকগুলি গাঁটকাটার কাছ থেকে চোরাই মাল নিয়ে সেগুলো বিক্রী করা।

এই গাঁটকাটার দলে কিছুকাল হল ভর্ত্তি হয়েছিল মাণিক; এবং মাণিক তার পকেটমারা বিদ্যার আশ্চর্য্য কসরৎ তার বন্ধু চঞ্চলকে দেখিয়ে তাকে এতটা মুগ্ধ করে ফেলেছিল যে, আর কিছুদিন চললে চঞ্চলও যথাকালে এই গাঁটকাটার দলে ভর্ত্তি হত।

এখানকার খানাতল্লাসী শেষ করে নির্ম্মল সদলবলে চলে গেল একটা থানায়।

এগারো

নবীনবাবুর কাছে একটি পুলিশ-অফিসার এসে বললে, "আপনাকে আর চঞ্চলকে একবার থানায় যেতে হবে।"

নবীনবাবুর প্রাণটা আঁৎকে উঠল।

"থানায়? কেন?"

পুলিশ-কর্ম্মচারী বললে, "আপনার ছেলেচুরীর আসামী ধরা পড়েছে, একবার সেনাক্ত করতে যেতে হবে।"

"সেনাক্ত? আমি তাদের চিনি না, কেমন করে সেনাক্ত করব?"

কর্ম্মচারীটি হেসে বললে, "আপনার ছেলে তো চেনে! আর আপনিও দু'একজনকে চেনেন।"

নবীনবাবুর মনটা কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল! পুলিশের তলব! শুনলেই গাটা কেমন চমকে ওঠে! যাহোক, তিনি কতকটা কাঁপতে-কাঁপতে চঞ্চলকে নিয়ে থানায় উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, ইন্‌স্পেক্টরের পাশে বসে আছে নির্ম্মল ঘোষ।

নির্ম্মল বললে, "আসুন নবীনবাবু, বসুন। আপনার আসামীরা গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের দেখে আপনি চমকে উঠবেন না।"

শেষ কথাটায় নবীনবাবুর মনটা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল।

তারপর আসামীদের সে ঘরে আনা হল। প্রথমে এলো মাণিক, তার পেছনে সেই পানওয়ালা। তারপর—নবীনবাবু দেখে আশ্চর্য্য হলেন—এল. শ্রীমানী, তার পিছু-পিছু একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

সেই সময়ে রুদ্র কোম্পানীর রুদ্রমশায়ও এসে উপস্থিত হলেন। নির্ম্মল ঘোষ তাঁকেও বসতে বললে।

নির্ম্মল নবীনবাবুকে বললে, "মাণিককে অবিশ্যি আপনি চিনতে পারছেন?"

নবীনবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"আর চঞ্চল, তুমি তো এর সঙ্গেই সেদিন বেরিয়ে মাহেশ যাবে বলে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলে, কেমন?"

চঞ্চল বললে, "হ্যাঁ।"

"শ্রীমানী মশায়কে চিনতে পারছেন?"

নবীনবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নির্ম্মল বললে, "আর রুদ্রমশায়, ইনিই তো সেই শ্রীমানী মশায়, যিনি আপনার কাছে সোনা বেচে তারপর গশ্ সাহেবের পরিচয় দিয়েছিলেন?"

রুদ্রমশায় বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সে সোনাটা শ্রীমানী মশায় আপনার হীরের ব্রেসলেট গলিয়েই পেয়েছিলেন, একথা শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবেন!"

রুদ্রমশায় বললেন, "তাই নাকি? হ্যাঁ, তা সোনাটা সেই রকম দরেরই ছিল বটে।"

নির্ম্মল তারপর হেসে বললে, "আর সেই প্রসিদ্ধ আমেরিকান ডিটেকটিভ্ গশ্ সাহেব, তাঁকে বোধহয় চিনতে পারছেন না?" বলে নির্ম্মল একটি কনষ্টেবলকে আদেশ দিলে। সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের পাগড়ী, চুল এবং দাড়িগোঁফ টেনে খুলে ফেললে।

রুদ্রমশায় চিনতে পারলেন না, কেননা এ লোকটির চোখ অসম্ভব ট্যারা এবং মুখ বিকৃত। কিন্তু নবীনবাবু তার এমন চেহারা ট্রেণে দেখেছিলেন। তাই তিনি বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "মিঃ গশ্! হাঁ, ইনিই—"

নির্ম্মল বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই মাণিক ও শ্রীমানীর সাহায্যে আপনার ছেলেকে সরিয়ে ডিটেকটিভ্ সেজে, আপনার কাছ থেকে প্রায় হাজার টাকা আদায় করেছিলেন। আর দেখুন তো ওই আসামীদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারেন কি না?" বলে তাদের পেছনে যে চারটি লোক দাঁড়িয়েছিল, তাদের দেখিয়ে দিলে।

নিবিষ্ট ভাবে তাদের দিকে চেয়ে-চেয়ে তাদের একজনকে দেখে রুদ্রমশায় বলে উঠলেন, "এই লোকটা বোধহয় সেই, যে ব্যাঙালোরে আমার নোট ভাঙ্গাতে গিয়েছিল।"

তখন নবীনবাবু আর একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই লোকটাই বোধহয় বর্দ্ধমানের সেই ড্রাইভার!"

নির্ম্মল বললে, "তাই নাকি? এদের আমি ঠিক চিনতে পারিনি এতক্ষণ।"

বাকী দু'টি আসামীর মধ্যে একটি রমাকান্তবাবুর বাড়ীর সেই মালী, আর একটি যতীন।

নির্ম্মল বলে গেল, "এখন আপনারা বুঝতে পারছেন বোধহয় যে গশ্ সাহেব ওরফে রামপাল সিংএর অসাধারণ কৃতিত্বের উৎস Psychic power এবং সূক্ষ্মদৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতার মূল কোথায়! ইনি নিজেই এঁর অনুচরদের দিয়ে চুরী করাতেন, কাজেই সে চুরী ধরা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তিনি যে ক'টা চুরীর অনুসন্ধান করেছেন, তার কোনটিতেই আসামী—অন্ততঃ তাঁর চেষ্টায় ধরা পড়েনি। আর তাঁর চোরাই জিনিষের ভিতর যেগুলো ভাঙ্গিয়ে পয়সা করা সহজ নয়, সেইগুলোই শুধু পাওয়া গেছে।"

রুদ্রমশায় বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়! ও ব্যাটা আমার চার হাজার টাকার হীরের ব্রেসলেট মেরে দিয়ে শুধু নম্বরী নোটগুলো দিয়ে আরও দেড়হাজার টাকা খসিয়ে গেছে। আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

নির্ম্মল বললে, "সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ হয়নি বোধহয় রুদ্র-মশায়! দেখুন তো!" বলে তার বুক-পকেট থেকে একটা কৌটা বের করে রুদ্রমশায়ের সামনে খুলে ধরল। বললে, "এইগুলো আপনার ব্রেসলেটের হীরে নয়ত?"

রুদ্রমশায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললে, "আমাকে একটু দিন! দেখি।" তারপর সেই কৌটো থেকে একটি-

একটি করে হীরে নিয়ে টেবিলের উপর সাজিয়ে গেলেন।

ব্রেসলেটের প্যাটার্নটি তাঁর মনে ছিল এবং তার কোন্‌খানে কোন্‌ হীরে ছিল, তাও জানা ছিল। সেই অনুসারে হীরেগুলো সাজিয়ে তিনি বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই। শুধু তিনখানি ছোট হীরে পাওয়া যাচ্ছে না।"

তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

নির্ম্মল হীরেগুলো কৌটোয় তুলে বুক-পকেটে রেখে গশ্‌ সাহেবকে বললে, "এখন আর ও ভীরকুটি করে কি হবে গশ্‌ সাহেব! এখন মুখখানা সোজা করুন!"

গশ্‌ সাহেব আর একটু ভ্রূকুটি করে মুখ সোজা করলেন।

তখন রুদ্রমশায় বললেন, "এইবার তো ঠিক চিনেছি! তবে রে শালা!" বলে কেউ বারণ করবার আগেই উঠে তাকে মারলেন এক চড়।

আসামী গ্রেপ্তারের কাহিনী মোটামুটি প্রকাশ করে নির্ম্মল—বাঞ্ছারাম ঘোষ, ওরফে মিঃ গশ্‌, ওরফে মিঃ রামপাল সিংকে বললে, "বুদ্ধির বাহাদুরী দিই তোমাকে বাঞ্ছারাম! ফন্দীটা বের করেছ—বেশ নতুন। আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অভিনব। এটা তোমার মাথায় এলো কি করে? নিজে থেকে বের করলে, না কোন ডিটেকটিভ্‌ উপন্যাস পড়ে বা ফিল্ম দেখে খেয়াল হয়েছে?"

বাঞ্ছারাম গম্ভীর ভাবে বললে, "আপনার হাতে পড়েছি, আপনার যেমন ইচ্ছা অপমান করতে পারেন; কিন্তু

আপনি যা ভাবছেন, আমি তা নই। আমি bonafide ডিটেকটিভ্। আমি এসব কারচুপীর কথা কিছু জানি না। আমাকে এরা সব খবর দিয়েছে। নবীনবাবু, রুদ্রমশায় স্ব-ইচ্ছায় আমাকে কাজের ভার দিয়েছেন,—আমি করেছি।”

হেসে নির্ম্মল বললে, “এতখানির পরও তোমার আশা আছে যে তোমার এই কথা কোন আদালত বিশ্বাস করবে? তার চেয়ে সব কথা খোলসা করে বল না! হয়ত আমরা চোরদের নতুন বজ্জাতি সম্বন্ধে একটু শিক্ষাও পেতে পারি। আচ্ছা, নবীনবাবু ও রুদ্রমশায় তো স্বেচ্ছায় তোমাকে ডেকে ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু এই শ্রীমানী মশায়! এঁর ছেলের ব্যাপারটা!”

“সেটাও সম্পূর্ণ সত্যি। শ্রীমানী মশায় নিজে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর ছেলে হারিয়েছে। আমি ভাবলাম—নতুন এসেছি, এই একটা কাজ করে আমার ডিটেকটিভ্-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে নিই। ছেলেটাকে পেয়েও দিয়েছিলাম।”

নির্ম্মল বললে, “কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শ্রীমানী মশায় শ্রীমানীও নন, আর আহিরীটোলায় এঁর বাড়ীও নেই।”

“তা হতে পারে। আমার কাছে উনি যে পরিচয় দিয়েছেন, তাই আমি জানি।”

“সে পরিচয়টা দিয়েছিলেন কবে?”

“প্রায় তিন সপ্তাহ আগে।”

“কি উপলক্ষে?”

"ওঁর সঙ্গে দেখা হয় একটা রেস্তোঁরাতে। উনি সেখানে কয়েকজন লোকের কাছে নিজের ছেলে হারানোর দুঃখের কথা বলছিলেন্‌। শুনে আমার মনে হল আমি ওঁর কাছে পরিচয় দিয়ে কাজটা হাতে নিই। তাই তাঁকে বললাম, আর তিনি কাজের ভারটা আমাকে দিলেন।"

"কিন্তু এই সত্যদাস শ্রীমানী ওরফে হরিদাস ঘোষ তার অন্ততঃ ছমাস আগে তোমার অর্ডার-সাপ্লাইএর কাজ উপলক্ষে রামদাস-লছমন দাস ফার্ম্মের কাছে কাপড় খরিদ করেছিল।"

জোর করে বাঞ্ছারাম বললে, "মিথ্যে কথা! আমি বাঞ্ছারাম ঘোষ নই, ও দোকানের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। এই শ্রীমানী মশায়ের প্রস্তাবেই নিজে আফিস না করা পর্য্যন্ত আমি ওই দোকানে মক্কেলদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করতাম।"

নির্ম্মল হেসে বললে, "এই অন্তিম মুহূর্ত্তে মিছে আশায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ বাঞ্ছারাম! তুমি কি ভাব যে তোমার প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাণটুকু সংগ্রহ না করেই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করেছি? গ্রেপ্তার তো আমি চারদিন আগেই করতে পারতাম। কিন্তু সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য তোমাকে কয়েকদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে আছে যতীনবাবু, আপনি যেদিন কাশী যান, সেদিন আপনার সঙ্গে মোটরে একটি দারোয়ান গিয়েছিল? সে দারোয়ান আমি! আমি সেইদিনই তোমার পেছু নিয়েছি

বাঞ্ছারাম! তারপর থেকে তুমি নানা ভোল ফিরিয়ে নানা জায়গায় গেছ, সবখানে আমার লোক তোমার সঙ্গে গেছে; এবং যেখানে তুমি গেছ, সেইখানেই তোমার অনুসন্ধান করে তোমার সম্বন্ধে সব তত্ত্ব নিয়েছি। যে-যে দোকান থেকে তুমি কাপড় বা জিনিষপত্র কিনেছ, যে-যে ফার্ম্মের অর্ডার সাপ্লাই করেছ, সব জায়গায় সন্ধান নেওয়া হয়ে গেছে। আর তোমার হরিপাল গ্রামে যে বাড়ী, সেখানেও অনুসন্ধান হয়েছে এবং আজই খানাতল্লাসী হচ্ছে। কাজেই ওসব বৃথা চেষ্টা ছেড়ে দাও।

প্রমাণ সব আমার কাছেই আছে। সেগুলো শুনতে পাবে আদালতে গেলে। যাক্‌গে, এখন নবীনবাবু, আপনি কি বলেন? পুলিশের লোকগুলো কি নিতান্তই অপদার্থ বলে মনে হচ্ছে আপনার?"

নবীনবাবু হাতজোড় করে বললেন, "আজ্ঞে না। আমি যা বলেছি সেজন্য আমাকে মাপ করবেন।"

"আপনার ছেলেটি সম্বন্ধে কি করবেন এখন? কি বলছে চঞ্চল? কি করবে? মাণিকের কাছে যে বিদ্যে শিখেছ, তাই করবে নাকি?"

চঞ্চল এ কথায় হঠাৎ একেবারে সাদা হয়ে গেল। তারপর সে উঠে ধপ্ করে নির্ম্মলের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমায় মাপ করুন নির্ম্মলবাবু! আমাকে রক্ষে করুন! আমি আর কখনও মন্দ কাজ করব না!"

নবীনবাবু অবাক হয়ে একবার ছেলের দিকে, একবার নির্ম্মলের দিকে চাইলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, "তবে কি চঞ্চলও এই দলের ভিতর আছে নাকি?"

নির্ম্মল বললে, "এখনও নেই, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি এ অনুসন্ধানটা আরম্ভ করতে না পারলে এতদিন হয়ত ও দলের পাকা মেম্বার হয়ে পড়ত। ও আপনাদের কাছেও কোন কথা বলতে স্বীকার হয়নি। আমার কাছে কতক কথা বলেছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিস্তর মিছে কথা ছিল।

মাণিকের সঙ্গে ওর মেশবার কথাটা আপনাদের কাছে গোপন করবার কারণটা আমাকে যা বলেছিল, সেটা মিথ্যে। তাছাড়া ওকে অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়েছিল, একথাও মিথ্যে। মাণিকের কাছে ও একটা গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করেছিল, সেটি পকেটমারা। আর তাছাড়া, ও এই চক্রান্তের ভিতর জেনেশুনেই ধরা পড়েছিল—আপনার কাছ থেকে নেওয়া হাজার টাকার বখরা পাবার প্রতিশ্রুতিতেই।"

"তবে রে হতচ্ছাড়া!" বলেই নবীনবাবু তখনি চঞ্চলকে দু'ঘা দেবার জন্য তেড়ে গেলেন।

নির্ম্মল তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, "থাক্, এখন আর ওকে কিছু বলবেন না। এই একটি chance ওকে আপনিও দিন, আমিও দিচ্ছি। এর পর ও ভাল হয়ে যদি থাকে, তবে একদিন হয়ত ওই আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।

"কি আশ্চর্য্য, কোথায় পেলেন ?" [পৃঃ—১০১

আর যদি নিতান্তই বিপথে যায়, তখন আমরা আছি। ওঠ চঞ্চল। বাপের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর এখন থেকে সম্পূর্ণ ভাল ছেলে হবে। আর বাপের মনে যাতে কষ্ট হয়, এমন কাজ কখনও করো না।"

চঞ্চল সব কথা শুনে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, সে এখন একহাতে তার বাপের পা আর একহাতে নির্ম্মলের পা ছুঁয়ে নির্ম্মলের আদেশ মত প্রতিজ্ঞা করল। তারপর বাপের পা ধরে আরও অনেক কান্নাকাটি করে সে বললে, "বাবা, আর যদি আমি কখনও আপনার অবাধ্য হই, কোন কুকার্য্য যদি করি, আপনি আমাকে কেটে দুখানা করে দেবেন।"

নির্ম্মল তখন আসামীদের গারদ-ঘরে নিয়ে যেতে বললে, আর এঁদের বললে, "আপনারা এখন যেতে পারেন।"

নবীনবাবু চঞ্চলকে নিয়ে উঠে গেলেন কিন্তু রুদ্রমশায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

নির্ম্মল বললে, "আপনি এখন যেতে পারেন।"

রুদ্রমশায় বললেন, "আমার ওই হীরেগুলো?"

"ওগুলো তো এখন পাবেন না! আদালতে কেস্ হয়ে গেলে, এ হীরেগুলো যে আপনার, সেটা আপনি প্রমাণ করলে তবে পাবেন।"

রুদ্রমশায়ের মুখখানি শুকিয়ে গেল। তাঁর ভাবটা এই যেন ঘাটে এসে তাঁর তরী ডুবল! হীরেগুলো হাতের

মুঠোয় এসেও বুঝি জন্মের মত বেরিয়ে গেল! তিনি তখন ভেবেই উঠতে পারলেন না যে কেমন করে তিনি এই হীরেগুলোতে তাঁর স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেন!

হীরেগুলো তাঁর নিজের কেনা নয়, কাজেই কোন খাতায় এ হীরের জমা দেখা যাবে না। এ ব্রেসলেট দুটি তাঁকে বেচেছিল একজন লোক চুরীর দিনই। তিনি বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ আনাড়ী এবং টাকার জন্য খুব বিপন্ন দেখে সামান্য পাঁচশো টাকা দিয়ে ব্রেসলেট দুটি কিনেছিলেন। এই কথাটা আদালতে প্রকাশ হলে তাঁর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হল না।

তাছাড়া ব্রেসলেট থেকে হীরেগুলো খুলে নেওয়া হয়েছে। কাজেই ব্রেসলেট কেনা তাঁর প্রমাণ হলেও এ হীরেগুলো যে সেই ব্রেসলেটেরই, এবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ দাঁড়াবে তাঁর মুখের কথা। তাঁর নিজেরই মনে হল যে, সে মুখের কথায় হয়ত বিশেষ জোর হবে না।

তিনি ভারী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

নির্ম্মল বললে, "কি ভাবছেন আপনি অত?"

রুদ্রমশায় আবার বললেন, "ভাবছিলাম অত দামী জিনিষ, আবার যদি খোয়া যায় কোনমতে, তার চেয়ে আমার কাছে সিকিউরিটি নিয়ে আপনারা ছেড়ে দিতে পারেন না?"

নির্ম্মল বললে, "না মশায়, সে হয় না। আর এ জিনিষ খোয়া যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাছাড়া আপনি

এ হীরেগুলোকে যত মূল্যবান ভাবছেন, এ তো তা নয়! আপনি কি আপনার হীরেগুলো খুব ভাল রকম যাচাই করে দেখেছিলেন ?"

রুদ্রমশায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন! বলে কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি যতদূর জানি খুব ভাল করেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। তবে শুধু চোখে।"

"আপনার বিশ্বাস সেগুলো সবই খাঁটি হীরে ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে বোধহয় এ হীরেগুলো আপনার সে ব্রেসলেটের নয়। কেননা আমি যন্ত্র দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, এর মধ্যে মাত্র দুটি ছোট হীরে আছে আসল, আর সব নকল। এর সমস্তগুলির দাম বড় জোর একশো টাকা।"

কথাটা শুনে রুদ্রমশায় একেবারে বসে পড়লেন। বললেন, "বলেন কি মশায়? আর একবার হীরেগুলো দয়া করে দেখাবেন কি?"

নির্ম্মল আবার সেগুলো বের করে দেখালে।

রুদ্রমশায় অনেকক্ষণ ধরে সেগুলো পরীক্ষা করলেন। এক বাটী জল এনে তার ভেতর ফেলে পরীক্ষা করলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তা আপনার কথা সত্যি হতে পারে। তাহলে এগুলো কি সে পাথর নয়? কিন্তু ব্রেসলেটের প্যাটার্ণ এখনও আমার চোখে জ্বল-জ্বল করছে। তার যেখানে যে পাথরটি ছিল, মায় ওই আটখানি

পান্নাশুদ্ধ—সব আমার মনে আছে। এই যে সেই পাথর, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।”

নির্ম্মল কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে থেকে বললে, “দাঁড়ান, তাহলে বোধ হচ্ছে এর ভিতর আর একটা জোচ্চুরি রয়েছে। আপনি এ ব্রেসলেটটা কিনেছিলেন কবে?”

“আজ্ঞে সেই চুরির দিনই দুপুর বেলায়।”

“সেই চুরির দিনই?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কে বিক্রী করেছিল আপনার কাছে মনে আছে?”

রুদ্রমশায় কলকাতার একটি নামজাদা বড়লোকের ছেলের নাম করলে। তার স্বভাব-চরিত্র এবং অবস্থার কথা যতদূর জানা ছিল, তাতে তার পক্ষে গোপনে যা'-তা' দামে একটা দামী হীরের ব্রেসলেট বেচা একেবারেই অসম্ভব নয়।

রুদ্রমশায় বললেন, “যে লোকটি এসেছিল বেচতে, সে কুমার বাহাদুরের মোটরেই এসেছিল এবং সে বললে, কুমার বাহাদুরের টাকার ভয়ানক জরুরী দরকার।

এ রকম কর্ম্মচারী পাঠিয়ে গোপনে দু'চারখানা গয়না কুমার বাহাদুর আগেও আমার কাছে বিক্রী করেছেন।”

“মোটরখানা যে কুমার বাহাদুরের, তা কি করে বুঝলেন? নম্বর দেখেছিলেন?”

“নম্বর দেখিনি। তবে সে আমার চেনা গাড়ী—একখানা

মাষ্টার-বুইক সেলুন আর তাতে চড়ে কুমার বাহাদুরকে আমি নিজে অনেকবার যেতে দেখেছি।”

হেসে নির্ম্মল বললে, “কিন্তু ঠিক সেইরকম বুইক গাড়ী কলকাতা সহরে হয়ত দুশো-পাঁচশো আছে। নম্বর না দেখে সে গাড়ী চেনা একেবারেই অসম্ভব। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।” বলে নির্ম্মল অন্য ঘরে গেল টেলিফোন করতে।

অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন করে এসে নির্ম্মল ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, “আসামীদের আবার নিয়ে এস।”

আসামীদের আবার আনা হল কিন্তু নির্ম্মল এবার তাদের একটি-একটি করে আলাদা ঘরে নিয়ে প্রশ্ন করলে।

বাঞ্ছারামকে সে জিজ্ঞেস করলে, “ওই ব্রেসলেটটা তুমি কাকে দিয়ে বেচিয়েছিলে রুদ্রমশায়ের কাছে? আর পেলেই বা কোথায়?”

বাঞ্ছারাম গম্ভীর ভাবে বললে, “ও সম্বন্ধে আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না।”

অনেক চেষ্টার পর নির্ম্মল দেখলে যে, একে দিয়ে কিছু হবে না। তারপর একে-একে সবাইকে ডেকে কূট প্রশ্ন করল। কেউ কিছু বললে না।

শেষে নির্ম্মল অনেকক্ষণ ভেবে সবাইকে বললে, “দেখ, আমি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি। তোমরাই যে ব্রেসলেটটা হীরের বলে রুদ্রমশায়ের কাছে বেচিয়েছ, সেটা

আমি বুঝেছি। আর আমি যখন বুঝেছি, তখন এর প্রমাণ বের করতে নির্ম্মল ঘোষ পারবে, তা তোমরা নিশ্চয় জেনো। তবে আর দু'দশ দিন দেরী হতে পারে।

তাছাড়া একথাটা পরিষ্কার হোক বা না হোক, তোমাদের বিরুদ্ধে যেসব কথার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতেই তোমাদের দীর্ঘকালের জেলবাস অবধারিত। সুতরাং কথাটা গোপন করে তোমাদের কিছু লাভ নেই। কেবল আমাকে হয়রানি করা। তবে আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে মিঃ গশ্ এবং শ্রীমানী ছাড়া তোমরা আর কেউ যদি আমার কাছে সব কথা খোলসা করে স্বীকার কর তবে আমি তাকে এপ্রুভার করিয়ে মুক্তি দেওয়াব। কথাটা তোমরা ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, আর যদি তোমরা কেউ ষ্টেটমেণ্ট করতে রাজী থাক, আজ হ'ক কাল হ'ক—আমাকে জানাবে।"

নির্ম্মল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসামীদের মুখের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কারো মুখে ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য দেখতে পেল না।

নির্ম্মল বুঝলে—এরা অতিশয় পুরাতন পাপী। এত সহজে এরা আত্মপ্রকাশ করবে না। সে বললে, "আচ্ছা, এখন এদের নিয়ে যাও।"

ঠিক সেই সময় নির্ম্মল জানালা দিয়ে দেখতে পেলে,

একখানা মোটর এসে থানার গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াল। সে উঠে ভাল করে মোটরখানা দেখলে।

ইতিমধ্যে মোটর থেকে নেমে এল রমাকান্তবাবুর একটি কর্ম্মচারী।

আসামীদের তখন নিয়ে যাচ্ছিল। নির্ম্মল বললে, "একটু দাঁড়াও।"

রমাকান্তবাবুর কর্ম্মচারীটি এসে তাকে একখানা চিঠি দিলে। তাতে রমাকান্তবাবু লিখেছেন যে,—আজকের কাজ শেষ হলে নির্ম্মল যদি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তবে তিনি বিশেষ বাধিত হবেন। তাকে নিয়ে যাবার জন্য মোটরখানা নির্ম্মলের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে।

নির্ম্মল বললে, "আচ্ছা যাব। রুদ্রমশাই, একবার দেখে আসুন তো মোটরখানা ভাল করে। এই মোটর গিয়েছিল কি আপনার দোকানে?"

রুদ্রমশায় গাড়ী দেখে একটু হাঁ করে থেকে শেষে বললেন, "আজ্ঞে, ঠিক এইরকমই সেই মোটরটা।"

নির্ম্মল তারপর বললে, "ভাল করে দেখুন দিকি এই যতীনকে। ওই গিয়ে বেচেনি আপনার কাছে এই হীরের বালা?"

অনেকক্ষণ যতীনের মুখের দিকে চেয়ে থেকে রুদ্রমশায় বললেন, "ছোকরাটি এমনি লম্বা, গায়ের রংও এইরকম। আর চোখ দুটোও মনে হচ্ছে সেইরকম। তবে তার গোঁফ-দাড়ী ছিল।"

নির্ম্মল হেসে উঠল। সে যতীনকে বললে, "আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এ দলের casual কর্ম্মী, শুধু রমাকান্তবাবুর চুরীটার জন্য ভর্ত্তি হয়েছিলে। এখন দেখছি তুমিও এদেরই মত পুরোনো পাপী। তা তোমার আর কি-কি বিদ্যে আছে? পকেটমারা আসে?"

আসামীদের বিদায় দিয়ে নির্ম্মল রুদ্রমশায়কে বললে, "বুঝতেই তো পারছেন ব্যাপারখানা। এরাই আপনাকে মেকী জিনিষ দিয়ে পাঁচশো টাকা ঠকিয়ে এনেছিল, আবার সেই জিনিষ ধরবার ওজুহাতে অনেক টাকাই মেরেছে। এখন কয়েকখানা বাজে পাথরের জন্য আপনার অতটা শঙ্কিত হবার কোন কারণ থাকবে না।"

রুদ্রমশায় মাথা চাপড়ে বললেন, "হায় হায় হায়, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

নির্ম্মল বিরক্ত হয়ে বললে, "দেখুন, এখানে বসে চেঁচামেচি করবেন না। বেশী কিছু সর্ব্বনাশ আপনার হয়নি। আপনি কুমার বাহাদুরকে ঠকিয়ে চার হাজার টাকার জিনিষ পাঁচশো টাকায় মেরে দেবার আশা করেছিলেন। আপনার সেই জোচ্চুরীর শাস্তি হিসাবে এই লোকসানটা অতি যৎসামান্য। অন্ততঃ পরকে ঠকান যার ব্যবসা, তার পক্ষে নিজে ঠকলে এতটা হাহাকার করবার কিছু হয়নি।"

রুদ্রমশায় মাথা নীচু করে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

বারো

সবাইকে বিদায় দিয়ে নির্ম্মল রমাকান্তবাবুর গাড়ীতে উঠে তাঁর বাড়ী গেল।

রমাকান্তবাবু তাকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করে তাকে বললে, "আপনি বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আসুন। তারপর চা খেতে-খেতে আপনার কথা শুনব। আপনার এ অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা শোনবার জন্য আমি ভারী কৌতূহলী হয়ে রয়েছি। সেইজন্যই আপনাকে কষ্ট দিলাম। আপনি দয়া করে আজ রাত্তিরে আমার এখানেই খেয়ে যাবেন।"

নির্ম্মল মুখ-হাত ধুয়ে এল। তারপর চা খেতে-খেতে সেই প্রথমে বললে, "দেখুন আপনার এই প্রাইভেট সেক্রেটারীটিকে যতখানি লায়েক মনে করেছিলাম, মনে হচ্ছে—ও তার চেয়েও অনেক বেশী পণ্ডিত।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "কেন, কি করেছে বলুন তো!"

নির্ম্মল মোটামুটি সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেল। এরা সবাই মিলে চক্রান্ত করে কোথায় কোন্ অপকর্ম্ম করে, তারপর কেমন করে ডিটেকটিভ্ সেজে সেই সব অপরাধের অদ্ভুত আস্কারা করে পুরস্কার আদায় করেছে, তা বললে। শেষে বললে, "যখন সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করেছি, আসামীদের ফের গারদে পাঠিয়ে দিয়েছি তখনই আপনার

যতীনটির একটি নূতন রূপ হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল!" বলে সে রুদ্রমশায়ের কাছে রমাকান্তবাবুর মোটরে চ'ড়ে গিয়ে কেমন ক'রে মেকী ব্রেসলেট পাঁচশো টাকায় বেচে এসেছেন সে কথা বলে গেল।

রমাকান্তবাবু শুনে অবাক! তিনি বললেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমারই মোটরে গিয়েছিল? কবে বলুন তো?"

নির্ম্মল তারিখটা বলল।

তারিখটা শুনে রমাকান্তবাবু মনের ভিতর খানিকক্ষণ হাতড়ে বললেন, "আচ্ছা, সে ব্রেসলেটটা কি রকম বলতে পারেন? মাঝখানে দুখানা একটু বড় সাদা পাথর, তারপর গোটাষোল পোখরাজ আর গোটাচারেক করে পান্না বসান ছিল কি?"

নির্ম্মল বললে, "ব্রেসলেট আমি দেখিনি। কিন্তু তার ভিতর যে পাথরগুলো ছিল, তা আমার কাছেই আছে।" বলে বুক-পকেট থেকে কৌটাটি বের করে রমাকান্তবাবুকে দেখাল।

রমাকান্তবাবু পাথরগুলি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "হুঁ, এ না হয়ে যায় না। আপনি যে তারিখের কথা বলছেন, বোধহয় ঠিক সেই তারিখে সকাল বেলা আমার একটি জানা লোক আমার কাছে এমনি পাথর-বসান একটা ব্রেসলেট বাঁধা দিতে এসেছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, এগুলো সবই হীরে এবং সে আশা করেছিল যে এটা রেখে আমি অন্ততঃ দেড়হাজার টাকা তাকে দেব।

পরীক্ষা করে দেখে আমার বিশ্বাস হল যে পাথরগুলো হীরে নয়। তাই আমি তাকে এটা ফেরৎ দিলাম। পাথরগুলো যে হীরে নয়, সেকথা আর তাকে বললাম না। বললাম' যে' আপনাআপনির ভিতর আমি এ কাজ করতে রাজী নই।

আমার যতদূর মনে হয়, যতীন তখন আমার পাশেই ছিল। তারপর সেই দিনই ঘণ্টাদুই বাদে লোকটি শুকনো মুখে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনার এখানে আমার সে ব্রেসলেটটা ফেলে যাইনি তো ?'

আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। বললাম, 'বল কি হে! সেটা নেই ?'

'আজ্ঞে না। আপনার কাছ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম। তারপর হীরালাল জহুরীর কাছে গিয়েছিলাম ওটা বাঁধা রাখবার জন্য। সেখানে গিয়ে দেখি, ব্রেসলেটটি নেই। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

লোকটা গিয়েছিল আগাগোড়া তার গাড়ীতে, তাই তার পকেটমারা গেছে হয় আমার এঘর থেকে গাড়ী পর্য্যন্ত যাবার সময়, না হয় তার বন্ধুর বাড়ীতে, না হয় হীরালাল জহুরীর দোকানে।

ব্রেসলেটটা না পেয়ে লোকটা যখন নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়ল, তখন আমি তাকে বললাম যে, সে যতটা ভাবছে এ চুরীতে তার ততটা লোকসান হয়নি। কারণ, এ পাথরগুলো

হীরে নয় এবং সে জিনিষটার দাম দুশো টাকার বেশী হবে না যদি সোনাটা ঠিক হয়।

সে কথা শুনে সে চমকে গেল; কিন্তু তারপর বললে যে তাই যদি হয়, তবে আর এ সামান্য জিনিষ নিয়ে নালিশ-পুলিশ করে তার অবস্থাটা ঢাক পিটিয়ে প্রকাশ করে কোন লাভ নেই।

এখন বুঝতে পারছি যে বেসলেট সরিয়েছিলেন আমার সেই সেক্রেটারী রত্ন। এবং সেই চোরাই মাল নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন ওই রুদ্র কোম্পানীর দোকানে।"

নির্ম্মল হেসে বললে, "যতীনের এ বিদ্যেটা আছে, এটা আমিও আঁচ করেছিলাম। যাক্, আপনার কাছে এসে আমার আর একটু উপকার হল। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা হল। এখন আর সামান্য একটু অনুসন্ধান বাকী রইল। সেটা এ মোকদ্দমার সঙ্গে সংশ্লিস্ট নয়। তবে সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট কৌতূহল আছে।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "সেটা কি, তা আপনার বলতে বাধা আছে কি?"

"আপনাকে বলতে বিশেষ বাধা নেই। সমস্যাটা হচ্ছে এই: এরা যে রুদ্র মশায়কেই victim করল কলকাতার এত জহুরী থাকতে, তার কারণটা কি? শুধু তিনি একটি নামজাদা বেকুব বলে—না তাঁর চোরাই মালের ব্যবসা আছে বলে? এ তথ্যটা আস্কারা করতে বোধহয় বেশী কষ্ট পেতে হবে না।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "আপনি যা অদ্ভুত কাজ করেছেন্, তাতে সে তো একটা ছেলেখেলা! কিন্তু আপনি কখন টের পেলেন বলুন তো যে আমার এখানকার এই কাজটা গশ্ সাহেবের কীর্ত্তি? কি করে আপনার সন্দেহ হল? আর কখন হল?"

নির্ম্মল বলে গেল, "যেদিন প্রথম নবীনবাবুর কাছে শুনলাম গশ্ সাহেবের দ্বারা তাঁর ছেলের অদ্ভুত আবিষ্কারের বিস্তারিত কাহিনী, সেইদিনই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল। কেননা প্রথমতঃ গশ্ কতকগুলি ছাঁকা মিথ্যে কথা বলেছিল। যেমন, রেলওয়ে ষ্টেশনে ডিটেকটিভ্ পুলিশ সন্দেহজনক লোকদের ফটোগ্রাফ নিয়ে রাখে এবং তাদের অনুসন্ধান করে।

এ কথাটা মিথ্যে। কাজেই তিনি যে গোড়া থেকেই মাণিক আর চঞ্চলের ফটো বের করতে পারলেন তাতেই বোঝা গেল যে, তিনি অপহরণ-ব্যাপারটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারপর তিনি যে শ্রীমানী মশায়ের খবর দিলেন, দেখা গেল সে লোকটি ভূয়ো। রুদ্রমশায়ের কাছে যে খবরটি পাওয়া গেল, তার বৃত্তান্ত শুনে প্রথমেই মনে হল যে এটাও সাজানো ব্যাপার। কেননা, কোন ডিটেকটিভ্ই ঘটনাস্থলে এসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একেবারে এমন কৃতনিশ্চয় হতে পারে না—যাতে সে আসামীর সন্ধানে ব্যাঙালোর পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে পারে!

তারপর, দুটি ঘটনার কতকগুলো বিশেষত্ব একেবারে মিলে গেল।—

গশ্‌ সাহেব এসে জুটলেন। তাঁর আফিস পর্য্যন্ত কেউ কখনো গেল না। এসেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি সহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বামাল শুদ্ধই চোর দেখা গেল, কিন্তু চোরাই মালই ধরা পড়ল—চোর কোথাও ধরা পড়ল না। আর একটা বিশেষত্ব এই যে, চোরাই মাল যা ধরা পড়ল, তা প্রত্যেক স্থলেই এমন একটা জিনিষ যার বাজারে মূল্য নেই এবং যা থেকে চোরের কোন লাভই হবে না।

আপনার এখানকার চুরির খবরটা যখন শুনতে পেলাম তখন দেখলাম যে, এর ভেতরেও গশ্‌ সাহেবের বিশিষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কেননা এখানেও চুরি হয়েছে এমন জিনিষ যার লক্ষ-লক্ষ টাকা দাম হলেও, তা থেকে চোর কিছুই করতে পারবে না। আমার তক্ষুণি মনে হল যে, এর ভিতর গশ্‌ সাহেবের হাত আছে।

গশের ঠিকানা পাবার জন্য আমি বিস্তর সন্ধান করেছিলাম—পাইনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে এখানে এসে তাকে পাব। প্রথম দিনই চুরীর বিবরণ শুনে বুঝতে পারলাম যে চোর যতীন, কিন্তু গশ্‌ এর পেছনে আছেন। যতীনকে অনায়াসেই গ্রেপ্তার করতে পারতাম কিন্তু তাহলে গশের দল ধরা পড়ে না বলে আমি তাকে আলগা দিলাম।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "হ্যাঁ দেখুন, আপনি কয়েকটা কথা বলেছিলেন আমাকে। তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন নি। আপনি

বলেছিলেন যে চুরীটা দিনের বেলায় হয়েছে। এ অনুমানের কারণ কি ?”

“এ অনুমানের কারণ আপনাকে যা বলেছিলাম তাই। রাত্তিরে আপনার ঘরে তালাবন্ধ থাকে এবং সে তালা লোক না জানিয়ে খোলা সহজ নয়। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে আমার সে অনুমান ভুল। চুরীটা রাত্রেই হয়েছিল ঘরে তালা বন্ধ হবার আগে কোন সময়। যতীন তার ঘর আর এ ঘরের মাঝের দরজার ছিটকিনিটি খুলে রেখে দিয়েছিল। তারপর রাত্রে সে সেই দরজা দিয়ে এ ঘরে এসে কার্য্য উদ্ধার করেছে। যতীনের ঘর থেকে এই সব অনুসন্ধান করবার জন্যই আমি তাকে কাশী পাঠিয়েছিলাম।”

“আচ্ছা, আর একটা কথা আপনি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে বলেন নি। আপনি সেদিন এসে আপনার চাবী দিয়ে সেফটা খুললেন। বললেন, আপনি চাবী তৈরী করে এনেছেন। কেমন করে চাবী তৈরী করলেন, সেটা কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলেন নি।”

হেসে নির্ম্মল বললে, “আপনার বাড়ীতে প্যারিস-প্লাস্টার আছে কি ?”

“না, নেই তো।”

“মোম আছে ?”

“হ্যাঁ, মোম আছে খানিকটা।”

“সেটা আনান।”

মোম এলে পরে নির্ম্মল সেটাকে গালিয়ে নরম করে তার বাঁ-হাতের তেলোয় ঢাললে। তারপর সে একটা চাবী নিয়ে তার সেই তেলোর ওপর চেপে ধরে তুলে নিলে। চাবীর বেশ স্পষ্ট ছাপ বাঁ-হাতের তেলোয় রয়ে গেল।

নির্ম্মল হাত উল্টে এমন ভাবে রইল যে তার তেলোয় কিছুই দেখা যায় না। সে বললে, "সেদিন আমার হাতে মোমের বদলে ছিল খানিকটা প্যারিস-প্লাস্টার। আপনার দিকে পেছন ফিরে যখন আমি আলমারী খুলছিলাম, তখন একমুহূর্ত্ত আপনার master keyর ছাপটা সেই প্লাষ্টারের উপর নিয়ে নিয়েছিলাম। প্যারিস-প্লাষ্টার কিছুক্ষণ থাকলেই শক্ত হয়ে যায়। আর ছাঁচটি তাতে বেশ শক্ত ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি সেই ছাচ নিয়ে একটা লোহার কারখানায় চাবী তৈরী করেছিলাম—এবং আমার সন্দেহ নেই যে যতীনও ঠিক তাই করেছিল।"

রমাকান্তবাবু নির্ম্মলের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, "আপনি যদি চাকরী ছেড়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেন, তাহলে অনায়াসে নির্ব্বিবাদে কোটিপতি হতে পারবেন। চুরী-চামারি নিজে হাতে না করলেও গশ্ সাহেবদের মত লোকের ভিতর consulting প্র্যাকটিস্ করলেও বিস্তর টাকা হতে পারে।"

নির্ম্মল বললে, "হ্যাঁ, টাকার দিক দিয়ে হয়ত তাতে এর চেয়ে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু চুরী বিদ্যের অন্ধিসন্ধি সমস্ত যদি আমরা শিখতে নাই পারব তবে চোর ধরব কি করে?

প্রত্যেকটি চুরী বা অন্য অপরাধ আমাদের কাছে আসে একটি প্রব্লেমের মত। সে প্রব্লেমের উত্তর বের করতে হলে আমাদের করতে হয় 'হাইপথেসিস্' বা কতকগুলি অনুমান। চোরেদের প্রকৃতি ও চরিত্র, তাদের বিদ্যা ও প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে জানা থাকলেই আমরা বেশ কার্য্যকরী হাইপথেসিস্ করতে পারি এবং তার অনুসন্ধান করে ফল লাভের আশা করতে পারি। এই জ্ঞানের ওপর যদি হাইপথেসিস্ প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে চোর ধরা সুকঠিন। অবিশ্যি আপনার রামপাল সিংএর গুরু হাগেনবাকীর মত Psychic force বা যোগবল যদি থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র।"

"হাঁ, হাগেনবাকী সত্যি-সত্যি আছে নাকি ওই রকম?"

নির্ম্মল বললে, "ক্ষেপেছেন? সে শুধু বাঞ্ছারামের বাঞ্ছা।"

রমাকান্তবাবু বললেন, "দলিলগুলো কেমন করে পেলেন সে কথা আপনি বলেন নি।"

নির্ম্মল যে কথা বললে সংক্ষেপে তা এই।—

যতীনকে বিদায় করবার পরদিন নির্ম্মলের নিযুক্ত সেই ডিটেকটিভ্-মালীটির সঙ্গে নির্ম্মলের যখন নিভৃতে দেখা হল, তখন মালী হেসে বললে, "বেশী হাঙ্গাম পোহাতে হয়নি আমার। দেখতে পেলাম যে বমাল আমার ঘরেই মজুত আছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ স্যর। আমাকে যে ঘর দিয়েছে, সেটা আমি আগে

কোন দিন ভাল রকম উল্টেপাল্টে দেখিনি। এখন ঘর ঝাঁট-পাট দিয়ে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলাম যে, একটা কুলুঙ্গির ভিতর একরাশ লাকড়ি আর ন্যাকড়া গুঁজে রাখা হয়েছে। সেটা পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, তার ভিতরে আছে একটা deed box."

"তারপর সেটা আবার তেমনি চাপাচাপি দিয়ে রেখেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

নির্ম্মল ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবতে-ভাবতে বললে, "দুদিন পর বোধহয় গশ্ সাহেব এসে ওটাকে আবিষ্কার করবেন; সে পর্য্যন্ত বাক্সটা ওখানেই থাক্। যা হোক্, তুমি একটু সাবধানে থেকো।"

মালী নমস্কার করে বিদায় হল, কিন্তু সে পেছন ফেরাতেই নির্ম্মল বললে, "দাঁড়াও, একটা তামাসা করা যাক।"

বলে খানিকক্ষণ ভেবে সে বললে, "আজ রাত ঠিক একটার সময় তুমি বাক্সটা আমার ঘরের জানালার নীচে নিয়ে এস। সেখান থেকে আমি তুলে নেব।"

রাত্রি একটার সময় নির্ম্মল সে বাক্সটি ঘরের ভিতর নিয়ে তার দেরাজে চাবী বন্ধ করে রেখে দিলে।

পরের দিন সকালে রমাকান্তবাবুর সঙ্গে যখন তার সাক্ষাৎ হল, তখন সে বললে, "আপনার যে জিনিষ খোয়া গেছে, তার জন্য আপনার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। কেননা, কোম্পানীর কাগজগুলো তো আপনি পাব্লিক ডেট্ আফিসের

মারফৎ নতুন করে নিতে পারবেন। আর মর্গেজ দলিল-গুলোর নকল রেজিস্ট্রি-আফিসেই আছে। সেখান থেকে নকল আনালেই হবে। এ তো সামান্য খরচের মামলা।"

একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে রমাকান্তবাবু বললেন, "খুব তো ডিটেকটিভ্ আপনি! এতদিন পর আপনি আমাকে এই আশ্বাস দিচ্ছেন? এই আশ্বাসটুকুর জন্য আপনাকে নিযুক্ত করা হয়নি। কেননা, এ কথাটুকু বোঝবার মত শক্তি আমারই ছিল। যাক, আপনার বিদ্যে টের পাওয়া গেছে।"

হেসেই নির্ম্মল বললে, "আজ্ঞে না, এখনও টের পাননি। আমি বলছিলাম কি যে, শুধু ওই কাগজ ক'খানার জন্য আপনার কোন দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই নেই। দুশ্চিন্তা হচ্ছে এই যে আপনার এই ঘরের সেফের ভেতর থেকে জিনিষগুলো চুরী গেছে। এই সেফ থেকে যখন দলিলগুলো গেছে, তখন ও-সেফ থেকে সোনারূপা জহরৎও চুরী যেতে পারে। এই না আপনার চিন্তা?"

শ্লেষের সুরেই রমাকান্তবাবু বললেন, "এ তো সোজা কথা। এবং সেই জন্যই চোরটি ধরা দরকার।"

"সেই কথাই আমিও বলছিলাম। চোর না ধরা পড়লে শুধু জিনিষগুলো পেলে আপনার কোন লাভই নেই। কেমন, না?"

আর একটু তীব্র শ্লেষের সঙ্গে রমাকান্তবাবু বললেন, "ঠিক আজ্ঞা করেছেন!"

আর একটু হেসে নির্ম্মল বললে, "তাহলে বোধহয় আর দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

অবিশ্বাসের সহিত রমাকান্তবাবু বললেন, "অবিশ্যি অপেক্ষা করতে হবে বৈকি! এখন দুদিন হবে। তারপর হয়ত আর দুদিন। তারপর আর দশদিন। এমনি চলবে, কি বলেন?"

নির্ম্মল বললে, "বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার, কেমন?"

"অবিশ্বাস করছি বলছিনে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করবার কোন কারণ পাইনি।"

নির্ম্মল আবার হেসে বললে, "আচ্ছা আপনার দলিলের বাক্সের চাবীটা আমাকে দেবেন?"

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রমাকান্তবাবু বললেন, "কেন?"

"এই এমন কিছু নয়, যদি বাক্সটা পাওয়া যায়, তবে খুলে দেখতে হবে তার ভিতর দলিলগুলো আছে কিনা!"

রমাকান্তবাবু চট করে চাবীটি দিলেন না। অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে শেষে বললেন, "আচ্ছা নিন, তাতে আর আমার কি ক্ষতি হবে?"

চাবীটি নিয়ে নির্ম্মল চলে গেল তার ঘরে। সেখানে গিয়ে দলিলের বাক্সটি খুলে তার ভিতর থেকে সমস্ত দলিলপত্র ও কোম্পানীর কাগজ বের করে ফেললে। চাবী বন্ধ করে বাক্সটি আবার যথাস্থানে রেখে সে রমাকান্তবাবুর সামনে কাগজগুলো রেখে বললে, "দেখুন তো সব ঠিক আছে কিনা?"

রমাকান্তবাবু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বললেন, "কি আশ্চর্য্য, কোথায় পেলেন ?"

"সেকথা পরে বলব। আপনি এখন মিলিয়ে দেখুন।"

রমাকান্তবাবু তাঁর একখানা নোটবই বের করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন সব ঠিক আছে। তারপর বললেন, "আপনার কৃতিত্বের ওপর সন্দেহ করেছিলাম। ক্ষমা করবেন। কিন্তু বাক্সটা গেল কোথায় ?"

নির্ম্মল হেসে বললে, "বাক্সটা আছে। সেটা আরও দুদিন আপনি পাবেন না। কেননা, কাগজ পেলেই তো আপনার হল না! চোর ধরা দরকার।"

"কিন্তু আপনি কোথায় পেলেন এসব ?"

"সেটা আরও দুদিন পরে বলব। আপনি এখন কাগজগুলো তুলে রাখুন, আর আমাকে একটা রসিদ লিখে দিন যে এগুলো আপনি আমার কাছে পেয়েছেন।"

রমাকান্তবাবু রসিদ লিখে দিয়ে কাগজগুলো দ্বিতীয় সেফটিতে তুলে রাখলেন।

নির্ম্মল বললে, "এইবার আপনি যতীনবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিন যে আপনি কাশী যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। সে যেন বাড়ী ঠিক না করে অবিলম্বে ফিরে আসে।"

টেলিগ্রাম লেখা হল। তারপর নির্ম্মল বললে, "আর কাল সকালে আপনি আমাকে খুব গালাগাল দিয়ে বকে তাড়িয়ে দেবেন বাড়ী থেকে।"

হেসে রমাকান্তবাবু বললেন, "কি বলে বকতে হবে আপনাকে? কি জন্যে তাড়াব?"

"সে আর এমন শক্ত কথাটা কি? আপনি আমাকে একটা পুরোনো বন্ধকী দলিল দিতে পারেন যা শোধ হয়ে গেছে, কিম্বা যে সম্পত্তি আপনি কিনে নিয়েছেন তার?"

"কেন? তা দিয়ে কি হবে?"

নির্ম্মল তার প্রস্তাবটা বুঝিয়ে বললে। তখন রমাকান্তবাবু হেসে গড়াগড়ি দিয়ে একটি খাতকের পুরোনো দলিল, যার সম্পত্তি তিনি নীলামে কিনে নিয়েছিলেন, সেইটা বের করে দিলেন।

নির্ম্মল সেই সংক্ষিপ্ত চিঠিতে জানতে পেরেছিল যে চোরেরা তার খবর পেয়েছে; তাই রমাকান্তবাবু তাকে খুব অপমান করে বিদায় করে দিয়েছেন এই কথাটা জাহির করবার জন্য এই ফন্দী করেছিল। আর সে ভেবেছিল যে এখন সে সরে গেলেই চোরের দল এসে বাক্স বের করে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করবে। কাজেই এখন তার কাজ হল বাইরে থেকে পাহারা দেওয়া।

প্রধান আসামীরা বরাবরই তার লোকের নজরবন্দী ছিল। তাই তাদের ধরতে না পারবার কোনও আশঙ্কা ছিল না।

শেষ